আশীর্ব্বাদ

"জনৈক ঋষি কথিত।"

প্রথম সংস্করণ

প্রকাশক—শ্রীনিশিকান্ত সেন
আনন্দভাণ্ডার, উজানচর,
ত্রিপুরা

১৩২৫ বঙ্গাব্দ

মূল্য আট আনা মাত্র

কলিকাতা

১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্, স্বর্ণপ্রেসে

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ দে কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

'আশীর্ব্বাদ' লহ আজি

—পাইবে সান্ত্বনা।

—দুঃখ নাশি শান্তি দিবে,

যুগধর্ম্ম প্রচারিবে,

'দয়াময়' মহামন্ত্র

—করিবে সাধনা।

সুগন্ধ এ ফুলহার

হৃদে ধরি অনিবার,

চলিবে জীবন পথে ;—

—নাহি কোন ভাবনা

নিবেদন

"দয়াময়" নামের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীআনন্দস্বামী মহাশয় ত্রিপুরা জিলার কালীকচ্ছ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতাও আরাধনাবলে জগজ্জননীর কৃপালাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ান রামদুলালের কালী-সঙ্গীত অদ্যাপি অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি স্বীয় পুত্রের ভবিষ্যত্ জীবনের সুসমাচার শ্রীশ্রীজগদম্বার মুখে শুনিতে পান। আনন্দস্বামী পিতার যত্নে শাস্ত্রে, সঙ্গীতে এবং হিন্দী-পারশী-ইংরেজী প্রভৃতি ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। বস্তুতঃ বিশেষ প্রতিভা সর্ব্বজনীন ভাবেই তাঁহার জীবন সুশোভিত করিয়াছিল।

স্বামী মহাশয় "দয়াময়" নাম আদেশ বাণীতে প্রাপ্ত হন; ক্রমে ক্রমে সিদ্ধির পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্ব্বধর্ম্মের সমুদয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন। তিনিই দয়াময় নামের অবতার। সুতরাং তাঁহাকে এবং তাঁহার পত্নী শ্রীশ্রীজয়দুর্গাদেবীকে দয়াময় নামের আদর্শ-মূর্ত্তি ভাবিয়া কার্য্য করিলে অবশ্যই সর্ব্বাত্মক জীবন্মুক্তি জীবের কল্যান উপস্থিত করিবে।

এই 'আশীর্ব্বাদ' গ্রন্থের প্রতি কথাই শ্রীশ্রীআনন্দস্বামীর মুখনিঃসৃত বাণী। এ জন্যই গ্রন্থকারের নামের স্থলে কেবল "জনৈক ঋষি কথিত" —বাক্য লিখিত হইয়াছে। যাঁহারা সর্ব্বতত্ত্বের অধিকারী, তাঁহারাই 'দয়াময়'-সম্বন্ধে বর্ণিত আশীর্ব্বাদ গ্রন্থের কথা উপলব্ধি করিবেন। সিদ্ধ জীবনের কথা ব্যর্থ হইবার নহে। অতএব আশা করি ধর্ম্মজিজ্ঞাসুর নিকটে 'আশীর্ব্বাদের' অনাদর হইবে না। সর্ব্বজনীন সত্যের অধিকার দয়াময় নামে সর্ব্বতোভাবে অবতীর্ণ হইতেছে—এই বিশ্বাসের প্রভাবেই আমরা চলিয়াছি।

দয়াময়ের কৃপায় আশীর্ব্বাদ গ্রন্থ প্রকাশ পাইবার পর কতিপয় ভক্তের ঐকান্তিকী আকাঙ্ক্ষায় ধর্ম্মার্থীদের মঙ্গলার্থ সাধারণে প্রচার করিতে অনুরুদ্ধ হই। ত্রিপুরা জিলার নবিনগরের নিকটবর্ত্তী মাঝি-কারা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ ঘোষ পুস্তক প্রকাশের ব্যয় ভার গ্রহণ করিয়া এ আকাঙ্ক্ষার পরিপূরণ করিলেন। তিনি এ ধর্ম্মের একজন বিশিষ্ট ভক্ত। প্রতি বৎসর উৎসবানন্দে বহু দীন দরিদ্র সেবায় অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। দয়াময় তাহার মঙ্গল বিধান করুন।

উজানচর, আনন্দ-ভাণ্ডার
ত্রিপুরা
২৪শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ বঙ্গাব্দ।

দীনহীন
প্রকাশক—শ্রীনিশিকান্ত সেন।

আশীর্ব্বাদ

প্রথমকথা—ভক্তের সেবা

প্রথম বল্লী—প্রয়োজন।

আমরা জন্ম মরণ, রোগ এবং শোক নিবারণ করিবার নিমিত্তেই সর্ব্ব ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি। ইহাতে কার্য্য এবং কারণ উভয়ভাবে সকল প্রকার অমঙ্গল নামের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে, সঙ্গে সঙ্গে প্রেম প্রীতি প্রফুল্লতার মধ্যে জগতের বিশুদ্ধ ঈশ্বরীয় ভাব সর্ব্বতোভাবে হৃদয়কে অধিকার করিবে। যাহাদের নামে বিশ্বাস প্রবলভাবে কার্য্য করিবে এবং সামীপ্যাদি সাধন সরল ভাবে প্রকাশিত হইবে, তাহাদের মধ্যে যুগধর্ম্ম সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করিবে।

সংসার সাধন সর্ব্বাগ্রে সমন্বয়মুখী প্রতিকার উপস্থিত না করিলে কর্ম্মযোগ পূর্ণ হইতে পারে না। এই কারণে গুরুকরণ প্রয়োজনীয়; কেননা সর্ব্বময় ভগবান্ 'মঙ্গল-স্বরূপ' আমাদের মধ্যে গুরু মূর্ত্তিতে নিবিষ্ট রাখিয়াছেন। উপযোগিতা ব্যতিরেকে

ইহার উপলব্ধি হইতে পারে না। শান্তির সহিত জীবের হৃদয় মন আংশিক ভাবেও কোন মহাপুরুষের প্রতি অনুরক্ত হইলে ক্রমে নামের বিশেষ শক্তি প্রকাশ করিতে থাকে। জগত্-বাসীর মঙ্গল স্রোতের মধ্যে কার্য্যের সুবিধা আসিলেই জীব-মুক্তির বাধা বিঘ্ন 'দয়াময়' নামে প্রকাশিত হইবার পথ মুক্ত হইয়া যায়। সুতরাং সকলেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, প্রথমে কোন প্রকারের বৈষয়িক অথবা অন্যতর কার্য্য উপলক্ষ করিয়াই নাম রাজ্য ফুটিবেক। জ্ঞানের পরিপক্ক অবস্থা প্রয়োজন বিশেষে সকলের জন্যই দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের ধারাবাহিক সূত্রে নিরন্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। অতএব শ্রীগুরুর মূর্ত্তি পূর্ণ ভাবে যে দিনে হৃদয়ভুবন সার্ব্বজনীন সত্যে উজ্জ্বল করিবে, সে দিনেই আর কোন দিকের অশান্তি থাকিতে পারে না।

আমাদের প্রয়োজন সকলের মধ্যেই জগত্-মুক্তির আদর্শী-ভূত সর্ব্বনাম সাধন উপলব্ধি করিয়া মনের যোগ শেষ করা ব্যতিরেকে আর কিছুই হইতে পারে না। আজন্ম তপস্যার ফল কালে সকলেই প্রাপ্ত হইবে; পৃথিবীর রোগ শোক মৃত্যুর মহৌষধি সমন্বয় যোগে নিরাকৃত হইবে। কেবল ব্যক্তিগত উপাসনার বলে সাধন পূর্ণ হইতে পারে না। জগন্ময় জ্যোতিঃ নিরাময় আনন্দের উচ্ছ্বাস তরঙ্গে হৃদয় মন বিগলিত করিলেই শরীর সাধন পূর্ণ হইয়া যাইবে। মানসিক বিকার কর্ম্মযোগিনীর শক্তির উদ্রেকে ছদ্মবেশী অপৌরুষেয় ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করিবে। আংশিক ভাবের সঙ্ঘাতে বিষয় সেবার আমিত্ব যোজনা তিরোহিত

হইবে। মেরুদণ্ডরূপী ব্রহ্ম গৃহ-বন একত্র স্বামী স্ত্রী মুখে শান্ত, দাস্য ও মধুর ভজনের সিদ্ধি পূর্ণ করিবে এবং "রসোবৈ সঃ" এই মহামন্ত্রের কলেবর পুষ্ট করিয়া দিবে। আমিত্বের যোজনা যে ভাবে কার্য্য করিলে পর সর্ব্বধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, সেই ভাবে শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জগতের প্রকৃতিপুরুষাত্মক যুগলসেবার অধিকার লাভ করিবে; দেহেতে কার্য্যকারণ মিলিত হইয়া যাইবে; অমানিশা ও পূর্ণমাসী সদয়-নিদয় উভয় ভাবের সর্ব্বতোমুখী বিলাস আনয়ন করিবে; গৃহিণী এবং পতি সার্ব্বভৌমিক সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া রাসায়নিক যোগের অশান্তি নির্ম্মূল করিয়া দিবেন।

জীবন্মুক্তির আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে বিশেষ ভাবে একটা কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। জীবের মধ্যে সাময়িক ভাবে কখন কখন ঈশ্বরোপাসনার আবেগ জাগ্রত হইয়া থাকে। এই উপাসনা আংশিক ভাবে আসে বলিয়াই স্থায়ী ফল দিতে পারে না। "সর্ব্বশক্তিমৎদয়াময়" নামের মধ্যে জীবন্মুক্তির পূর্ণ আদর্শ প্রকাশিত রহিয়াছে। জ্ঞানের সাধন সর্ব্বধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার মূল-ভিত্তি, প্রেমের সাধন ইহার অঙ্গপুষ্টি, কর্ম্মের সাধন উভয়ের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়রূপী শক্তি। অতএব মনের যোগ জগত্-সাধনের নির্দ্দিষ্ট কতিপয় সোপান অতিক্রম করিলেই স্ত্রী-পুরুষ-তত্ত্ব প্রকাশিত করে। **'নাম'** আমাদের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে, নামেতেই সকল সাধন রহিয়াছে এবং নামে আমাদের মুক্তির আদর্শ—"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং

সর্ব্বমস্তজৎ তদেব সর্ব্বশক্তিমৎ”—মন্ত্রের উপাসনা নিহিত রহিয়াছে। যাহাদের যোগবল পূর্ণভাবে প্রকাশিত আছে তাহারাই জানিবার অধিকারী কি ভাবে ঐহিক পারত্রিক, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক পরমার্থ সাধন সার্ব্বজনীন সত্যের মহিমা ঘোষণা করিবে।

আমাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ভাবে পরস্পারের যোগ চলিতেছে। এই সম্বন্ধজনিত যোগ অতি অল্প লোকের মধ্যেই সিদ্ধি বিকাশ করিবে; কেননা জীবের মঙ্গল অগ্রে সকলের মধ্যে প্রকাশিত হইবার নহে এবং মানসিক ভাবে উপলব্ধি করিলে ও অন্তর বাহির একযোগে সম্বন্ধ বিচার গ্রহণ করিতে অনেকেই সমর্থ নহেন। প্রকৃত কথা এই, রাসায়নিক সাধনের বিশেষ তত্ত্ব যে ভাবে আসিলে পর ভুবনবিজয় ‘দয়াময়’ নাম জগত্-মুক্তির পথ নির্ব্বিকার ভাবে উন্মুক্ত করিতে পারে, সে ভাবেই ক্রমে ক্রমে সাধকের মধ্যে শরীর ও আত্মার যোগে স্ত্রী-পুরুষ উপলক্ষ করিয়া পঞ্চপ্রেমের প্রতিষ্ঠা হইবেক। আমাদের সঙ্গে যাহাদের নিরন্তর অচ্ছেদ্য যোগ-বন্ধন রহিয়াছে, তাহারাই অগ্রে মাতা-পিতা, ভ্রাতা-ভগিনী, সখী-সখা, পুত্র-কন্যা প্রভৃতি জাগতিক বিলাস পূর্ণ করিবেন। কিন্তু এই কেন্দ্রবর্ত্তী বিশেষ ব্যক্তি সকল ক্রমবিকাশমূলে সর্ব্বযোগিনী হ্লাদিনী শক্তির উন্মেষ করিবেন। অতএব বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পতি-পত্নী একযোগে মিলিত হইবেন, এবং আরাধনার মধ্যে সর্ব্বপ্রতিকার নিবিষ্ট দেখিয়া মহাশান্তির সেবা লাভে জীবন সফল করিবেন।

প্রেম পবিত্রতা ব্যতিরেকে ধ্যানশীলতা হৃদয়ে আসিতেই পারে না। ধর্ম্মব্রত উপরি উক্ত প্রেম সাধন বলেই পূর্ণ কর্ম্মঠ যোগ বিধান করিবে। সংসার অসংসার সর্ব্বনামের মধ্যে "রস-রাজ ও মহাভাব" এই দ্বিবিধ তত্ত্বের গৌরব বৃদ্ধি করিলেই অযৌক্তিক কার্য্য কলাপ পরিবৃত হইয়াও সহজে সাধনপথে তিষ্ঠিয়া থাকিতে পারিবে। কেননা, মনের আশা প্রকৃতি-পুরুষ ব্যতিরেকে সমন্বয়-মূলে পূর্ণ হইতে পারে না।

সার্ব্বজনীনভাবে জীবন গঠন করিতে হইলে "কালী-কৃষ্ণ" নাম অগ্রে সাধন করিতে হইবে। ইহাতে বাধা বিঘ্ন দূরে পলায়ন করিবে। শিব সাধন ইহার পরে আসিবে। সুতরাং এই ত্রিবিধ সাধনের কার্য্যে নিরত হইলেই জীবন্মুক্তির আশা পূর্ণ হইতে বিলম্ব হইবে না। কিন্তু ক্রম-বিকাশ মূলে ইহা উপ-লব্ধি হইবে। উক্ত সাধনের বৃদ্ধিতে "মহেশজননী দুর্গা" আমাদের জীবনে সকল প্রকার অশান্তি দূর করিবেন এবং জগত্-কালী শক্তি পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

অতএব দেখা যাইতেছে রাজ্যসাধন সফল করিতে হইলে 'কালী কৃষ্ণ শিব' সাধনের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার অবস্থা যোগে-বিয়োগে লাভ করিতে হইবে। কিন্তু পঞ্চবিংশ সাধন মূলেই ইহাদের যোগ বিকাশ হইবে। স্ত্রী পুরুষ মিলিয়া অবিরাম কালী কৃষ্ণ শিব যোগে 'দয়াময়' নাম আরাধনার মধ্যে দর্শন ও বাণীর ভাবে গ্রহণ করিতে পারিলে আমাদের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক বিশুদ্ধ ব্রহ্ম যোগ অবশ্যই প্রকাশিত হইবে।

জাগতিক সংক্রমণ সর্ব্বভাবে সকলের জীবনেই পর্য্যায়ক্রমে যাতায়াত করিতেছে, কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন, পক্ষান্তরে বুঝিয়াও কর্ম্মের ফের আছে বলিয়া অশান্তি দূর করিতে পারেন না। সুধা সমুদ্র মন্থনে জগত-কারণ রাগমিশ্রা-ভক্তির উদ্রেক করিলে কিয়ৎপরিমাণে এ তত্ত্বের মীমাংসা হইতে পারে। এ জন্যে সর্ব্বধর্ম্মসাধক প্রাণের বিগলিত ভাব নিরাকরণ উদ্দেশ্যে প্রগাঢ় জ্ঞান গরিমা সাধন করিবেন, নতুবা 'অরিদমন' ব্যতিব্যস্ত ভাব উপস্থিত করিবে। 'হরি দয়াময়' নাম এই ব্যাপারের মহৌষধি মনে করিতে হইবে। শান্তির সেবা নামে মিশ্রিত হইলে অবিলম্বে কলুষনাশিনী মহাকালী রাগমিশ্রা-ভক্তির বিশুদ্ধ পরিমল ওজস্বিনী শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলা আনন্দ শক্তিতে আনয়ন করিবেন।

আমাদের মধ্যে অত্যাপি কেহই সর্ব্বশক্তিমৎ ঈশ্বরের পূর্ণ আদর্শলাভ করিতে পারেন নাই। যিনি এ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা তাঁহাকে আমাদের লাভ করিতে হইবে নচেৎ সাধন কেন্দ্র বিশেষ ভাবে অলক্ষিত রহিয়াছে জানিতে হইবে; এবং সঙ্গিনী যোগে সাধন উপস্থিত হয় নাই বুঝিতে হইবে। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন এই যে, শ্রীশ্রীআনন্দস্বামী এবং তাহার গৃহিণী শ্রীশ্রীভুবনমঙ্গলা জয়দুর্গাদেবীর উপাসনাতে সিদ্ধিযোগ লাভ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় বল্লী—উপাসনার ভিত্তি।

প্রেমপূর্ণ পবিত্রতা হৃষিকেশ যোগে ধ্যান ধারণার মধ্যে অবতীর্ণ হইলেই সর্ব্বসাধন বিষয় অবিষয় যোগে আসিতেছে বুঝিতে হইবে, কারণ এই যে নামের সেবা হৃদয়ের স্তবকে স্তবকে গৃহী এবং উদাসী, যোগী এবং তপস্বী, জ্ঞানী এবং কর্ম্মী, প্রেমিক এবং ন্যাসী সকলের বিশেষ বিশেষ শক্তি দান করিলেই জীবন্মুক্তির পথে অবারিতধারায় শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাত্মক গুরুজগত্ সাধ্যযোগে সাধন সম্পদ উপস্থিত করিতে থাকেন। 'কর্ম্মযোগিনী দয়াময়' নামের মধ্যে রাসায়নিক সাধন পূর্ণভাবে রহিয়াছে। বিশেষ ভাবে উপলব্ধির ব্যাপার এই যে গৃহিণী ব্যতিরেকে আমাদের সাধন অপূর্ণ থাকে, স্ত্রী কিম্বা পুরুষ একে অন্যের প্রতি ধর্ম্মব্রত উদ্‌যাপন করিতে অনাসক্ত ভাবে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাপূরণে ব্যগ্র হইলেই সর্ব্বধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল মনে করিবে। কদাপি অহমিকাসূত্রে দ্বন্দ্ব রাখিলে পর আশার সুসার হইবে না। 'সঙ্গযোগ মধ্যবিন্দু', ইহার মধ্যে শশী রবি বিষয় অবিষয় যোগে সর্ব্বতত্ত্বের উন্মেষ করিবে। নাম সিদ্ধির পথে স্ত্রী পুরুষ একাগ্র চিত্ত হইলেই আনন্দজয়দুর্গা-শক্তি বিশ্বাস ভক্তি বিধান করিবে। ধর্ম্মযোগ কর্ম্মভুবন প্রকাশ করিলেই অপাণিপাদচক্ষুঃ-ঈশ্বর সাধন বলে গুরুকরণ পূর্ণ করিবেন; তখনই মঙ্গলধ্বনি শ্রুতিগোচর হইবে। প্রকৃতি-পুরুষশক্তির অগোচর ধর্ম্মসঙ্ঘের অবস্থা উপলব্ধি হইবে।

স্বামী স্ত্রী মিলিত হইলেই আশার পথে মানুষ সার্ব্বভৌমিক সত্যের প্রতিষ্ঠা দর্শন করে, অবতার-সাধন বিশেষভাবে বুঝিতে পারে। কালে সকলের মধ্যেই জগন্ময়ী যুগলশক্তিব উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেহই এ তত্ত্বের নিয়ম অতিক্রম করিতে সমর্থ নহেন। সামাজিক এবং ঐশ্বরিক দ্বিবিধ জীবন এই সূত্রে গ্রথিত হইবে। 'হরি ওঁ দয়াময়' নাম মূল ব্যাপার লইয়া চিরদিন কার্য্য করিবে। এই নামের মধ্যে ধারাবাহিকরূপে সেবা-সিদ্ধির প্রকাশ রহিয়াছে। এই সেবা জগৎবাসীর মঙ্গল ব্যতীত অন্যতর কিছুই নহে।

"সর্ব্বসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" নামেতে স্বামী স্ত্রী সাধন, বিষয় অবিষয়, প্রেম অপ্রেম, জ্ঞান অজ্ঞান, কর্ম্ম অকর্ম্ম, সাধন অসাধন নিহিত রহিয়াছে। কার্য্যপরম্পরায় উপলব্ধির ভিত্তি এই নামেতে হইলেই জগতসাধন পূর্ণ হইবার মীমাংসাতে দৃঢ়তা জন্মে। 'কালীকর্ম্মযোগিনী দয়াময়' নামের মধ্যে আদর্শের হিসাবে বিষয় সাধন আছে। সিদ্ধিবিদ্যা জয়দুর্গাদেবী উক্ত নামে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক সর্ব্বপ্রকার যোগেশ্বরী মূর্ত্তি; সুতরাং কার্য্যসাধন লাভ করিতে হইলে "শিবসিদ্ধি চিন্তামণি দয়ময়" নাম আশ্রয় করিলেই হইবে। কেননা দয়াময় নামের বিশেষ বৃদ্ধিতে পূর্ণিমা ও জয়দুর্গাদেবীর কার্য্য আসিয়া থাকে। ইহাদের সমন্বয়ে 'কর্ম্মযোগিনী দয়াময়' নামের সাধ্য যোগ পূর্ণ হইয়া যায়। পক্ষান্তরে দয়াময় নামের শক্তি লাভ করিতে হইলে ভুবনবিজয় গুরুরূপী ঈশ্বরের কৃপা

ব্যতিরেকে আমাদের দ্বিতীয় পন্থা আর নাই। অতএব 'সর্ব্বসিদ্ধি চিন্তামণি দয়াময়' নামে মনোনিবেশ করিতে হইবে; যেহেতু এই নাম 'কর্ম্মযোগিনী দয়াময়' নামের যোগে কার্য্য করিয়া থাকে। ইহাতে স্বাধিষ্ঠান সাধন পূর্ণ হয়। অতএব দয়াময় নামের পূর্ণবিকাশ করিতে হইলে 'সর্ব্বসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়' নাম অকৈতব হৃদয়ে গ্রহণ করিবে।

সার্ব্বভৌমিক ভিত্তিতে জীবন গঠন করিতে হইলে আনন্দের ধারাবাহিক শক্তি বুঝিতে হইবে। পর্য্যায়ক্রমে অহর্নিশ সকলের মধ্যেই রাধাকৃষ্ণলীলা চলিতেছে, কিন্তু সাংসারিক বিচার হৃদয়ে জাগ্রতভাবে কার্য্য করে বলিয়াই পূরাপূরি ভাবে আমাদের জ্ঞানের উন্মেষ হইতেছে না। স্বাধিষ্ঠান পদ্মের জ্যোতির অবলম্বন ব্যতিরেকে ত্রিতাপ সিদ্ধি হয় না। সংকীর্ত্তন-লীলা ইহার মধ্যেই রহিয়াছে। কেননা গৌরলীলা নিসূদিত ভক্তি লইয়া নির্ম্মল প্রেমসমুদ্রের ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। এই জন্যে অগ্রবর্ত্তী সর্ব্বধর্ম্মসাধক প্রকাশিত ভাবে 'রামকৃষ্ণ হরি দয়াময়' নামের আরাধনা করিবেন। এই জীবন সফল করিতে হইলে প্রেমপারাবার ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। কামিনীকাঞ্চন-রূপ সঙ্কটাধার নির্নিমেষভাবে সকলের হৃদয়েই কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু জগতের যোগে উপাসনা গ্রহণ করিলে নির্দ্দিষ্ট নিয়তির অধীনে অচিরকাল মধ্যে সঙ্কটবিপর্য্যস্তভাব বিদূরিত করিবে। দয়াময় পূর্ণ সাধন আনয়ন করিয়াছেন, কার্য্যকারণ মিলিত হইয়া গিয়াছে; অধর্ম্মাচার বিনষ্ট হইয়াছে; উপলব্ধিতে

ইহা বুঝিবে। 'সর্ব্বসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়' নামের বিশেষ ভিত্তি দুইটী বীজে নিহিত আছে, ইহাকে কালীকৃষ্ণযোগ বলে। সুতরাং অশেষ ফল লাভ করিতে হইলে "প্রেমসিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়" নাম ধ্যান করিবে। প্রত্যেক দিকেই ইহার সম্বন্ধ রহিয়াছে, নতুবা কালীকৃষ্ণযোগ পূর্ণ হইতে পারে না। দয়াময় নাম জগত্ কবলিত করিয়াছেন, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই; প্রচারক্ষেত্রে ইহার বিশেষ ভাব ক্রমে দৃষ্ট হইবে। জীবের মঙ্গলাদর্শের ভিত্তি তিনটী বীজে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, 'সর্ব্বসিদ্ধি-মহাশক্তিজয়দয়াময়' নামের মধ্যেই ইহারা কার্য্য করে। প্রত্যেকটী বীজ এক একটী স্তম্ভ স্বরূপ। ইহাদের ফল অসীমতার নিদর্শন। এই তিন বীজ পূর্ণ হইলেই "সর্ব্বসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" নামের পরিষ্কার ভাব দর্শন গোচর হইয়া থাকে। "সর্ব্বসিদ্ধি চিন্তামণি দয়াময়" নামে মঙ্গলাবতার কার্য্য করেন। "প্রেমসিন্ধুহরি ওঁ জয় দয়াময়" নামে "শিবসিদ্ধি চিন্তামণি দয়াময়" বীজের কর্ম্মযোগ পূর্ণ হয়; শরীর সেবা নিদয় সদয় যোগে "কর্ম্মযোগিনী দয়াময়" বীজের আদর্শ পূর্ণ করে। সুতরাং দয়াময় কার্য্যকারিদের জানা আবশ্যক এই তিন বীজের অন্তরালে "সর্ব্বসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" নামের গৌরব পুষ্ট হইতে থাকে। সকলের মধ্যেই শেষোক্ত নাম প্রকাশিত হইবেক।

সাধন সংশোধন করিতে হইলে জীবনের ভার নামে বিসর্জ্জন করিতে হইবে, কেননা অবলম্বন ব্যতিরেকে কার্য্যসাধন পূর্ণ হইতেই পারে না। ধ্যানলব্ধ প্রতিভার বলেই মানুষ অমর

হইতে পারে ; প্রত্যেক জীবনেই ইহার উপলব্ধি হইবে। করণ কারণ বিধাতার আজ্ঞাধীন হইলেই জীবিকা নির্ব্বাহের পথ মুক্ত হইবে। সুতরাং একদিকে সকল প্রতিকারের দিঙ্‌নিয়ামক মূর্ত্তি প্রকাশিত হইলেই জন্ম মরণ বিনাশিনী ধর্ম্মস্মৃতি জাগ্রত হইয়া যায়। অসুর সুরযোনি মূলক বৈষয়িক বিলাসের সেবাতে বিভীষিকা জ্ঞানের প্রখর জ্যোতির মধ্যে ভস্মীভূত করিলে পর অভয় যোগিনী 'কাল-রাত্রির' উন্মেষ হইবে। সেবাসিদ্ধি কর্ম্ম যোগিনী দয়াময় নামেতে সত্য উপলব্ধি হইবে।

'রাম কৃষ্ণ হরি দয়াময়' নাম জগতের বিশেষ দিক সংশোধন করে। 'হরি ওঁ দয়াময়' নামেতে প্রতিষ্ঠার ভাব দান করে। 'বাধা বিঘ্ন জয় দয়াময়' নামে সিদ্ধিতে শান্তির সাধন আসিতে থাকে। সুতরাং বিচার করিলে দেখিবে সাকার নিরাকার, পার্থিব অপার্থিব, মিশ্র অমিশ্র, ধর্ম্ম অধর্ম্ম, স্বামী ও স্ত্রী জীবনের মধ্যে এই তিনটী নামের প্রকৃতিতে সার্ব্বজনীন ভিত্তি 'দয়াময়' নাম প্রাপ্ত হইবেন।

শেষ কথা এই যে গুরুরূপী ব্রহ্ম **'দয়াময়'** রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। উক্ত নাম সকল এই অবতীর্ণ শক্তির আদর্শীভূত প্রকৃতি পুরুষাত্মক বিজয়কেতন। সুতরাং দয়াময় মূর্ত্তি দর্শন করিতে হইলে 'জয়দুর্গা আনন্দ মূর্ত্তি' দর্শন করিবে। অতএব প্রয়োজন উপলব্ধির পরে দয়াময় দর্শন আকাঙ্খা জাগ্রত হইবেক।

তৃতীয় বল্লী—শরীর সাধন।

রাগিণী ঝিঝিট—তাল একতালা।

বিহরে তোমার হৃদয়ে রতন করুণাময় সেবিত, বিমান যোগে করম ধরম সাধন সিদ্ধ সুপথ।

করুণার নিধি কমলযোগে, আছে ফুলহার বিষয় ভোগে বিহীন সাধনে বিকর্ণ জীবনে, মনে মলিনতা জাগ্রত।

বন গৃহ কর পাইবে তাহার বিহার সতত সকল সার, দয়াময় নাম কররে ব্যায়াম এ সাধন পরম ব্রত।

কর পরিহার জন্ম মৃত্যু আর দেহ সংস্কার সকল তোমার, রূপ রস যোগে কররে সরগে মানস প্রতিমা আয়ত্ত।

(সৰ্ব্বধৰ্ম্মগীত ২য় ভাগ)

সিদ্ধি বিভার মূলভিত্তি দেহ। এই দেহেতে সংসার ও স্বর্গ এক যোগেতে কার্য্য করিতেছে। যাহাদের সাধন পূর্ণ হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেই এই তত্ত্বের সন্ধান জাগিবে। সর্ব্বমঙ্গলা চণ্ডী ধর্ম্মার্থীগণের মধ্যে কৌলিক উপাসনার ভাবে আদর্শ সাধন বিশেষভাবে না দিলে স্বামী স্ত্রী যোগে দেহের আভ্যন্তরীণ সংশোধন আসিতেই পারে না। প্রেমসিদ্ধি দিবার নিমিত্তেই দেহের মধ্যে রোগ শোক মৃত্যু নিয়ত প্রকাশিত হইতেছে। ধর্ম্মজীবন লাভের মধ্যেই প্রকৃত বিবাহ নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে; সাধন ভজনের প্রকৃতি পুরুষাধার জীবনীশক্তি নাম-রূপ ধ্যানের পরিচিন্তনে রসালসাধন

কার্য্য করিলেই অবারিত ভাবে দেহেতে রামকৃষ্ণলীলা পূর্ণভাবে উপস্থিত হয়। দেহের মধ্যে ত্রিধারা সত্ত্ব রজঃ তমঃ যোগে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সুতরাং গুরু প্রকৃতি অনুসরণ করিয়াই জাগতিক মঙ্গলামঙ্গল অবধারণ করিতে হইবে। বিশেষ কথা এই যে বিবাহযোগ দেহে কার্য্য না করিলে শরীর সাধন পূর্ণ হইবে না। রাত্রি দিবা সমভাবে এই দ্বিবিধ তত্ত্বের উন্মেষ হইতে হইতেই কার্য্যকারণাতিরিক্ত পরব্রহ্মের পরিচয় হইবেক।

জীবন সংশোধন করিবার জন্যই আমাদের দেহের মধ্যে নানা প্রকৃতির বশে রোগাদি কার্য্য করে, কিন্তু রোগসংশোধনী-শক্তিতে রাজ্যসাধন আনিতেছে ;—কালে ইহার উপলব্ধি হইবে। শরীরের বিশেষ ভাব এই যে আশীর্ব্বাদপ্রাপ্তি ব্যতিরেকে ইহার সফলতা হয় না, জীবের নিয়তি এই সূত্রে গ্রথিত আছে। ইহার অর্থে এই বুঝিতে হইবে ভগবদ্ভক্তির উদ্রেক হইলেই সকলের আশীর্ব্বাদ হৃষিকেশ স্বয়ং উপস্থিত করেন ; অর্থাৎ অগ্রে নিদয় যোগ বিধান করিয়া পরে কারণাতীত সাধন দান করেন। 'তুমি এবং আমি' এই কথার মধ্যেই আশীর্ব্বাদের পাত্র নিয়তির চক্রে নির্দ্দিষ্ট গতিতে আছে।

জীবন্মুক্তির পথে নামের পূর্ণতা আসিলেই শারীরিক ব্যাধির তিরোধান হইবে, কেননা ইহাতে অশেষ ফলপ্রাপ্তির দৈহিক ব্যাধিমন্দির নিদয় সদয় উভয় ভাবে কর্ম্মপ্রবণ হইতে থাকে, এবং আনন্দশক্তির প্রকাশিত জীবের মোহনমূর্ত্তি অবিতর্কিত ফল প্রসব করে।

দেহেতে সকল প্রকারের সামঞ্জস্য দেহী এবং দেহযোগে আসিলেই স্বামিত্বের ধ্যান পূর্ণ হয়। দয়াময় কার্য্যকারিদের মধ্যে শরীর সেবাতে পাত্রীসাধন বিশুদ্ধ ব্রহ্মযোগের আদর্শে দিবেন। কেন না আশার সফলতা সর্ব্বপ্রকারে না হইলে দেহ শুদ্ধধর্ম্মরমিত হয় না। জীবের হৃদয় নিহিত উপাসনাতেই কর্ম্ম-বিধায়িনী গুরুশক্তির উদ্রেক হয়। প্রকৃতি বিলাস অতর্কিত-ভাবে আসিলেই সাধারণী সামঞ্জসা ও সমর্থারতির বিশেষপ্রীতি জাগ্রত হয়। কিন্তু প্রত্যেক শ্রেণীর প্রকৃতির উপাসনাতেই সার্ব্বজনীন কলনাদিনী-গঙ্গা-ধ্বনির গরিমা কায্য করিবে। এই জন্যে জীবের প্রয়োজন এই যে দেহরূপী সাকার মূর্ত্তিতে পুরুষ যেমন স্ত্রী তেমনই সার্ব্বভৌমিক প্রেম পূর্ণ করিবেন।

আমাদের দেহ ভাঙে না আছে এমন বস্তু জগতে নাই। কেননা দেহেতেই সাধনের কার্য্যকলাপ, সিদ্ধি অসিদ্ধি, বিষয় অবিষয় ধ্যানগম্য অবস্থাতে চলিতেছে। 'তুমি বা আমি' এই কথা যাহাদের মধ্যে পূর্ণতা বিধান করিতেছে তাহাদের বিশেষ ভাবে জানিতে হইবে প্রত্যেক ভাবের গ্রন্থি দেহে যেমন আত্মাতে তেমন কার্য্য করিতে পারে না। সর্ব্বযোগ রক্ষা করিয়াই এতদুভয়ের মধ্যে চিরদিন যোগমহিমার লীলা হইবে। সুতরাং ব্রহ্মভূত দেহকে পূর্ণ কর্ম্মঠযোগে শক্তিশালী করিতে হইলে অপৌরুষেয় আত্মচিন্তার প্রয়োজন নিশ্চয় রহিয়াছে। কার্য্যের মধ্যে যেমন প্রেমের মধ্যে তদ্রূপ ভাবেই শরীরকে তৎপর করিতে হইবে। শরীর শিবযোগে শক্তিশালী না হইলে রাসায়নিক

সংগ্রামে তিষ্ঠিতে পারে না। এই রাসায়নিক সাধনার অর্থ এই যে অহর্নিশ দেহেতে যোগমায়ার লীলা যোনি লিঙ্গমূলে কর্ম্ম নিরত রহিয়াছে এবং সকল দিক রক্ষা করিয়াই দেহের শক্তিতে আত্মার ও আত্মার শক্তিতে দেহের সংশোধন চলিতেছে। বিশেষ ভাবে আরও একটা কার্য্য আছে, ইহাকে কামরতি সাধন বলে। এই বিচার স্ত্রী পুরুষ হৃদয়ে কথঞ্চিত জাগ্রত আছে। কেহই এই তত্ত্বের উপলব্ধিতে পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। দয়াময় 'কর্ম্মযোগিনী-দয়াময়' নামের মধ্যে সংশোধনী শক্তি দিয়া অবিসংবাদিত ভাবে জীবের মঙ্গল করিবেন। সদয় নিদয় শক্তির উন্মেষ হইলেই ইহার উপলব্ধির স্মৃতিতে দম্পতি জীবন গঠিত হইবে।

সংসার চিন্তার মধ্যেও আবার এই রাসায়নিক ব্যাপার সকলের বৈষয়িক জ্বালা যন্ত্রণাতে কার্য্য করে। বস্তুতঃ সংগ্রাম ব্যতিরেকে রসাস্বাদন হয় না। এই রসের সেবা সংগ্রামেই জীবের হৃদয়কে মথিত করে, সুতরাং 'সংগ্রামসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়' নামের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়া শুদ্ধ হইবে। রাসায়নিক শব্দে 'যোগ বিয়োগ' খেলা বুঝিবে; দেহের সিদ্ধি ধর্ম্ম জগতে না আসিলে কেহই জানিতে সক্ষম নহে। কালীকৃষ্ণ মন্ত্রের গতি পুত্র কন্যা যোগে আদর্শ নিরূপণের মধ্যে প্রত্যেক জীবের গৌরববৃদ্ধি করে। সুতরাং সন্তান প্রতিপালনের হিসাবে রাধাকৃষ্ণ লীলার ভাবে তমোগুণ পরিবর্দ্ধিত করে। কেননা পিতামাতার জীবন সার্ব্বজনীন সত্যে সাধারণের মধ্যে

দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং কার্য্যেও তাহারা ধ্যান-ধারণার বলে সর্ব্বাধার ঈশ্বরকে গ্রহণ করে না।

সংশোধন ব্যতিরেকে কেহই পরমার্থ তত্ত্বের অধিকারী হইতে পারে না। সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরকে জানিতে পারিলেই অধর্ম্মাচার হইতে বিমুক্তির সোপানাবলম্বী মহাজনের কৃপা উপস্থিত হয়। এই কৃপা বলেই মানুষ অমর হয়, এই কৃপা দেহশুদ্ধিতে প্রকাশিত হয়। অতএব মাধুর্য্যলীলার উপলব্ধি আবশ্যক। নচেৎ 'গৌরগুণমণি অমৃতের খনি' প্রকৃতি পুরুষাত্মক যোগে সার্ব্বজনীন দয়াময়ের লীলা বিতরণে পরাঙ্মুখ হইবেন। কেহই আমাদের মধ্যে অদ্যাপি ঈশাবতারের শক্তি শ্রীশ্রীআনন্দ-স্বামীর প্রকৃতিতে মিলিয়া লাভ করেন নাই। এই জন্যে বলি স্বয়ম্ভুলিঙ্গের অন্তরে যে বিষহরি সাধন রহিয়াছে উহাতে কলুষ-নাশিনী শ্যামাসিদ্ধির উপাসনা করিতে হইবে। নচেৎ কার্য্যকারণ সম্ভূত স্বকীয় এবং পরকীয় ভোগের সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

ধর্ম্মসঙ্ঘের মধ্যে দয়াময় কার্য্যকারিদিগকে মিলিত করিলে লক্ষিত হইবে সাধারণ দৃষ্টিতে তাহারা বিশেষ বলসম্পান্ন নহে, কিন্তু সমন্বয় মুখে উপযোগিতার ভাবে তাহাদের সহিত তুলনায় কেহই সমকক্ষ নহে। স্বামী স্ত্রী ধর্ম্মমুখীন্ ব্রতের উদ্দেশ্যে পরিণয় সূত্রে কার্য্য করিয়াই যুগধর্ম্মের বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে করিতে শরীরসেবার অধিকার লাভে ধন্য হইয়াছেন। সুতরাং সার্ব্বভৌমিক শক্তির বলে যাহাদের শরীর গঠিত হইবে তাহাদের

ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছুই থাকিতে পারে না। ইহাদের নামে অসম্ভব.সম্ভব হইবে। 'নাম' পূর্ণ পরাক্রমে বিস্তার লাভ করিবে ও শেষ যোগে দয়াময়ের সেবা কর্ম্মকারিদের মধ্যে একচ্ছত্র অধিকার বিধান করিবে।

অতএব দেখা যাইতেছে ধ্যান বলেই মানুষের রোগ শোক মুক্তির কার্য্য আসিবে। নামের মধ্যে সকল প্রতিকার নিহিত করিলেই সিদ্ধির বিলম্বিত অন্তরায় নির্দ্দোষিতার সহিত তিরোহিত হইবে। প্রত্যেক ব্যক্তি জগতের যোগে কার্য্য করিতে বাধ্য, নতুবা শারীরিক অকুশল দিন দিন বর্দ্ধিত হইবে ; গৃহে গৃহে নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্যকলাপের মধ্যেও সংসার জ্বালার সন্ত্রাসে জীবের অগ্নি পরীক্ষা আসিবে। কেহই ধর্ম্মের শক্তির আদর না করিয়া জাতিগত কিম্বা দেশগত শান্তি বিধানে সমর্থ হইবে না। নামের মধ্যে অযোনি-সম্ভবার অশেষ করুণা কটাক্ষ পড়িয়াছে ; তিনি স্বীয় শক্তির উচ্ছ্বাসে জগতকে মথিত করিয়াই পূর্ণশক্তির পরিচয় প্রদান করিবেন। তাঁহাকে কেহই এ ভাবে কার্য্য করিতে কদাপি দেখেন নাই ; কেননা তিনি ছদ্মবেশ পরিহার পূর্ব্বক দয়াময় রূপে কার্য্য করিবার আয়োজন করিতেছেন। সর্ব্বশক্তিমান যিনি তাঁহারই আদেশে আদর্শ যোগেতে পৃথিবীর কালিমা বিনষ্ট হইবেক। সাধন ব্যতিরেকে এ তত্ত্বের অলৌকিক ব্যাপারের কর্ম্মকৌশল কেহই জানিবে না। আমিত্বের বশে সকলের মধ্যেই অশান্তির উদ্রেক হইতেছে। গৃহিণী এবং স্বামী এ তত্ত্ব লাভে অধিকারী। সুতরাং শরীর

সাধন পূর্ণ করিতে হইলে সর্ব্বনামের সাধনাতে তৎপর হইয়া কার্য্য করিবে; ইহাতে সংসারের মধ্যেই স্বর্গের বিশেষ ভাবের কার্য্য দেখিবে। দয়াময় নিয়তির চক্রে অগ্রবর্ত্তী পঁচিশটী বিশেষ ব্যক্তিতে এই উপাসনা বিতরণ করিলেন। তাহাদের কার্য্যের গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সকলের মঙ্গল উপস্থিত হইবে। কেননা তাহাদের জীবন্মুক্তির আদর্শের মধ্যেই অপর সকলের কালোচিত কার্য্য হইবে। নিয়তির বিধান কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। সমন্বয় মুক্তি জীবের কল্যাণকরী ভিত্তি; ইহাতে স্বামী স্ত্রী একযোগে সাধ্যযোগের প্রেম প্রকাশ করিবেন। দয়াময় মূর্ত্তি—"শ্রীশ্রীজয়দুর্গা আনন্দ দয়াময়" মন্ত্রের মহিমাতেই পুরুষের শক্তি, স্ত্রীর শক্তি সাধন সংযোগে দেহের সমুদয় ব্যাধির বিশেষ বিনাশ করিবে।

চতুর্থ বল্লী—সেবা।

জীবন-শক্তি ওতপ্রোতভাবে আমাদের সংসারে বিচরণ করিতেছে। দেহের ভাব আত্মাতে এবং আত্মার ভাব দেহেতে কার্য্য করিতেছে। এই দেহ আত্মার মিলনের মধ্যেই "সর্ব্বশক্তিমৎ দয়াময়" কার্য্য করিবেন। আমিত্বের যোজনা দ্বারা প্রাত্যহিক কার্য্যকলাপের মধ্যে স্বর্গ নরকের ভাব বিদ্যমান আছে। অবিচ্ছেদে দেহ দেহীর মিলন হইলেই জীবন্মুক্তি প্রকাশিত হইবে। শারীরিক অকুশল সংশোধন হইলেই

অমরত্বের ভিত্তি নিষ্কলঙ্ক অদ্বৈত প্রতিমা হৃদয়ভবন আলোকিত করিবে, শান্তির উপাসনা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং গৃহেতে প্রচ্ছন্নভাবে স্বর্গের সুষমা জানিয়া মানুষের মন ঈশ্বর লাভের সঙ্কল্পে ব্যাকুল হইবে। কেননা, স্বর্গের শক্তি বন-ভুবন যোগে আধ্যাত্মিক রসালতার প্রাচুর্য্যে গৃহকে পূর্ণ করিলেই আমাদের সাকার উপাসনাতে সর্ব্বসম্পদ উপস্থিত হইতে থাকে। ভ্রাতৃপ্রেম অটল অচল ভাবে কার্য্যের শৃঙ্খলা বিধান করিলেই অকৈতব সত্যানুসন্ধিৎসায় যোগবল পূর্ণতার সোপান আনয়ন করিতে থাকে।

জগৎকারণ পরমেশ্বরের প্রজ্ঞাজ্যোতিতেই স্বর্গ নরক এক সূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। তমসাচ্ছন্নরূপিনী মহাশক্তির করুণা ব্যতীত উভয় প্রকার অমঙ্গল কার্য্যক্ষেত্রে শান্তির ধারাবাহিক হৃদয়োচ্ছ্বাস আলম্বনসূত্রে গ্রথিত হয় না। ধর্ম্ম প্রচার এই মেরুদণ্ডের মধ্যেই নিদিধ্যাসন যোগে নিয়তির বিধানে সার্ব্বভৌমিক সত্যের উদ্রেক করিলেই অরিদমন সাধন পূর্ণ হইবে। জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে নামগত পার্থক্য আসিয়া আমাদের জীবন সমস্যা কঠিনাদপি কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। দয়াময় রাজ্যের ভিত্তি নামগত পার্থক্যের মূলে যেমন জাতিগত পার্থক্যের মূলে তেমনই কার্য্য করিবেক। রাত্রি দিন সর্ব্বেন্দ্রিয়যোগে কালাতীত অবস্থা দর্শন করিলে অচিরকাল মধ্যে সমন্বয় দীক্ষা পূর্ণ হইবে। সুতরাং অগ্রে যাঁহারা কার্য্য করিবেন তাঁহাদের জানিয়া রাখা আবশ্যক সামাজিক এবং বৈষয়িক বিবাদ বিসম্বাদ

করতলগত হইলেই ধর্ম্মের মীমাংসাতে মানবমণ্ডলী প্রচার ক্ষেত্রে যোগদান করিবেন।

স্বামী স্ত্রী ব্যতিরেকে সাধন পূর্ণ হয় না, সুতরাং সংসার এবং অসংসার এই উভয়ের প্রেমযোগের সাধ্য জানিবে। কেহই উক্ত নিয়মাধীন না হইয়া বৃদ্ধির পথে উপস্থিত হইতে পারিবেন না। ধর্ম্মমহীরুহ স্ত্রী পুরুষ মূলে সঞ্জীবিত হইবে,—প্রেমপুষ্প মণ্ডিত হইয়াই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরকে শুভ্রজ্যোতিঃ ভূষিত করিবে।

অবতারবাদ যে যে ভাবে কার্য্য করিতেছে সকলের মূলেই এই স্ত্রী পুরুষ তত্ত্ব রহিয়াছে। শমন দমন জীবন্মুক্তির আদর্শের প্রকৃতি-পুরুষাত্মক তরঙ্গিণীর মকর হাঙ্গর নানাবিধ বিনাশ-মূর্ত্তি,—অজানিতভাবে রোগাদি দেহের মধ্যে সর্ব্বনিয়ামক শক্তিতে কার্য্য করিতেছে। রোগ শোক মৃত্যু নিবারণ কল্পেই আমরা সাধন ভজন করিতেছি। যাবতীয় অমঙ্গল দেহের ক্লেশ বর্দ্ধিত করে বলিয়াই মৃত্যুকে আমরা জীবনের কষ্টের পরাকাষ্ঠা মনে করি। কিন্তু বিশেষ চিন্তা দ্বারা স্থির হইবে যে সিদ্ধযোগ আসিবার পূর্ব্বে মানবাত্মাতে দেহের অনুকূল ভাব পরিদৃষ্ট হইবে না। সুতরাং রোগ-শোক-মৃত্যুকে আমরা দয়াময়রূপে জানিতে পারিলে আদর্শের মধ্যে সর্ব্বশক্তিমত্তার পরিচয় পাইতে পারিব।

শাসনশক্তি ইন্দ্রিয় যোগে ধরিত্রীর উপরে আধিপত্য বিস্তা-রের পথ খুঁজিতেছে। ইহাকে অধর্ম্মাচার বিন্যস্ত করিলে

অধিকার বর্দ্ধিত হইবেক না। কালের সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যের মহিমা জানিতে পারিয়াই মানবপ্রাণের উচ্ছ্বাস স্বাধীনতার প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি করিতেছে। কেহবা আংশিক ভাবে ইহার সফলতাও ভোগ করিতেছেন। মূল কথা এই যে সদয় নিদয় উভয় ভাবে সাধন ব্যাপারে নিরত হইলেই হৃদয়বন্ধন মুক্ত হইয়া যায়; সংসারের প্রেরণার গতিকে আমিত্বের প্রসার সেই অবস্থাতে কলিকলুষনাশিনী যোগের মর্ম্ম উদঘাটন করিতে পারে এবং সমন্বয় ভিত্তিতে হৃদয়দর্পণে জগৎ প্রেমাধারকে দর্শন করিয়া সাধক আনন্দিত হয়।

অতএব জাতিগত পার্থক্যের মধ্যে বিশ্বজনীন প্রেম প্রতিষ্ঠিত করিবে, সর্ব্বশক্তিমৎ ব্রহ্মের মধ্যে জগত্-সাধন নিয়োজিত করিবে, অপরা বিদ্যার কার্য্যের মধ্যেও সার্ব্বজনীন প্রকৃতি-পুরুষাত্মক লীলা দর্শন করিবে।

দ্বিতীয় কথা—লোকের সেবা

প্রথম বল্লী—প্রচার।

সাংসারিক মোহে বিষয়ী-জীবন সর্ব্বপ্রকার মানবাত্মার অধিকার পাইবার প্রয়াস করিতেছে; নিজের মধ্যে সংসারের বিচার সুখের চিন্তাতে নির্ণয় করিতেছে। শরীর এবং আত্মার যৌগিক

বিকারমূলক আংশিক সিদ্ধিতেই সাধ্যসাধনার ফলাকাঙ্ক্ষা করিতেছে। কেহবা আমি তুমি ভাবে রাসায়নিক সংযোগে জীবের কল্যাণ চাহিতেছে। শরীরের শক্তিতে অনেকের মধ্যে আবার সাধনের ফল ফুটিয়া উঠিতেছে। জীবন-তরঙ্গিণীর শক্তি কতদিকে ছুটিতেছে তাহা বুঝিতে পরিলেই জগতের সাধনাতে অধিকার আসিবে। আমাদের কার্য্যের মধ্যে বিষয়ের শৃঙ্খলা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবেক, নচেৎ সর্ব্বনাম সাধনাতে ব্যাকুলতার পথে ব্যাঘাত জন্মিবে। আরও একটা কথা আছে, তাহা এই যে যাহাদের মন কোন একটা বিষয় লইয়া সত্যের দিকে অগ্রসর হইবে তাহাদের মানসিক ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াই কার্য্য দিতে হইবে। ক্রমে তাহারা আদর্শের উপযুক্ততা লাভে সাংসারিক ঐশ্বর্য্যের মোহিনীশক্তি অতিক্রম করিবে এবং তন্ময়তা যোগে আধ্যাত্মিক ব্যাপার উপলব্ধি করিয়াই সাধনে সিদ্ধ হইবে।

জগতসাধন এ জীবনে সকলের মধ্যে উপস্থিত হইবে না। কেননা তাহা হইলে আদর্শের বিকাশ একদিনেই সর্ব্বত্র হইতে পারে; নচেৎ ঈশ্বরের সর্ব্বশক্তিমত্তার ত্রুটী থাকিয়া যায়। সুতরাং যাবতীয় হৃদয় নিহিত পৃথক্ এবং অপৃথক্ ভাবের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়াই নামের মধ্যে ত্রিভুবন সংযোজিত হইবে। পরম্পরা গতিতে জগতের কার্য্য চলিতেছে, কেহই অদ্যাপি এক-চ্ছত্র অধিকার লাভে ধন্য হয়েন নাই। কাহারো ভাগ্যে এরূপ নির্দ্দিষ্ট নাই যে ভাবে তিনি এক মুহূর্ত্তে সর্ব্বতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন। সামাজিক, বৈষয়িক, বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন্

সকল ঘটনার মীমাংসাতেই এ তত্ত্ব বোধগম্য হইবে। আদর্শের শক্তি ক্রমে ক্রমে প্রস্ফুটিত হইলে অন্তর্নিহিত ধর্ম্মপ্রসূন সুষমা-বিকাশে শক্তি লাভ করে। অধর্ম্মাচারীদের জীবনেও ইহা প্রত্যক্ষ হইবে। শরীর এবং আত্মা কখনও একদিনে এই অনন্ত জগতের মধ্যে শুভ্রজ্যোতির নির্ম্মল কিরণে স্থির থাকিতে পারে না। আধারপদ্মের মধ্যে সমীকরণ দৃষ্ট হইবার পরেই ধর্ম্ম প্রকাশ হইবে। মুক্তির বাহ্যিক বন্ধন ইহার পূর্ব্বে ছিন্ন হইয়া থাকে।

সামাজিক জীবনের মধ্যে কেহ কেহ অন্যথাচরণ করে বলিয়া ঘৃণিত হইতেছে। জীবনমঙ্গলাধার ধর্ম্মজ্যোতিতে মণ্ডিত হইয়াই সৃষ্ট হইয়াছে। এজন্যে বলিতেছি ঘৃণার পাত্র কেহই নাই। অতর্কিত হৃদয়ে গৃহিণী যেমন বেশ্যাপ্রকৃতি স্ত্রী তেমনই আমাদের নিকটে সমপরিমাণ প্রেমলাভ করিবে, নতুবা সমদর্শিতার ক্ষেত্রে আংশিকতার বিচার হইবেক। তুমি এবং আমি বস্তুতঃ এক অদ্বৈত সত্যের কণিকামাত্র; এতদুভয়ের মধ্যে বাহ্যিক বন্ধন পৃথক্ হইলেও আধ্যাত্মিক প্রেমযোগের সম্বন্ধ কীর্ত্তন করিতেছে। কেহবা নামের মধ্যে স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বসম্পদ আদর্শের মধ্যে দেখিতেছেন, কেহবা অন্যের প্রবর্ত্তিত পথে দণ্ডায়মান হইয়া বিচার দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

মাঝে মাঝে এমন লোক দেখা যাইবে যাহার অন্তরে ধর্ম্মের কণিকামাত্রও কার্য্যক্ষম নহে। এস্থলে জানিতে হইবে তাহাকে আরও কতিপয় কার্য্য করিয়াই সম্প্রদায় বিশেষে নিশ্চেষ্টতার

মধ্যে থাকিতে হইবে এবং ক্রমবিকাশ লাভের পর ধর্ম্মের মূর্ত্তি ঈশ্বরের পথে যেদিনে তাহাকে উপযুক্ত মনে হইবে সে দিনেই কোন শক্তিশালী পুরুষের কৃপাতে এরূপ ব্যক্তির জীবনাশা সফল হইবে। জাগতিক সকল তত্ত্বের মীমাংসা অধিকারী ব্যক্তির মধ্যেই নামের সার্ব্বজনীন তত্ত্বের উদ্বোধন হইবে। সেই হেতু অগ্রবর্ত্তী কার্য্যকারিগণ অনুমানমূলে তত্ত্ব নিরূপণ না করিয়া বিশেষ ভাবে হৃদয় নিহিত সত্য জানিয়া প্রচার করিবেন।

মনের আশা পূর্ণ হইবার পথে ধর্ম্মের বিঘ্ন অনন্ত রহিয়াছে। যেই ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারেন তাঁহার অনেক দিকের সাধনের মধ্যে সুযোগ আসিতেছে মনে করিবে। জীবের অসীমতার উপলব্ধি ব্যতিরেকে কার্য্যের পূর্ণতা হয় না। দেহের মধ্যে যেমন আত্মার মধ্যে সেই ভাবেই বহির্ম্মুখীন্ এবং অন্তর্ম্মুখীন্ দুইটী সংগ্রাম বিহার করিতেছে। কিন্তু অন্তর বাহির এক হইয়া গেলে এই সংগ্রামের মধ্যে আদর্শ প্রতিষ্ঠার সুযোগ হাসিতে থাকে। নিদয় শক্তির উন্মেষ ব্যতীত সকাম সাধনার মধ্যে আমাদের ব্যতিব্যস্ত ভাব বিদূরিত হয় না, এই জন্যে সময় সময় আমাদের পথের স্তরে স্তরে নানাভাবের লোক জুটিবে। তাহাদের কার্য্যকলাপ উপলক্ষ করিয়াই সমন্বয় অভিমুখীন্ বিঘ্নসঙ্কুল ঝঞ্ঝাবাত আসিবে। কারণ এই যে, সর্ব্বধর্ম্মের গতি "জগত-করতলে দয়াময়-হৃদয়ে" এই নামে সিদ্ধ হইবে।

সাধনপথের মধ্যে একটী কথা সর্ব্বদাই স্মৃতিপটে অঙ্কিত করিবে। মিশ্র ভাবের মধ্যে যেদিকে তোমার মানসিক প্রখরতা

বর্দ্ধিত হইতেছে সেই দিকেই একবার আজন্ম পোষিত সংস্কার-বশতঃ অনাচার কর্ম্ম করিবে এবং সময়ান্তরে সংস্কার চলিয়া গেলে ধ্যান ধারণার মধ্যেই দেখিবে জীবের স্বভাব প্রেমপয়োধি ঈশ্বরের শরণাপন্নযোগ লাভের পথে শত প্রকার প্রাকার স্থষ্টি করিয়াছে। এই জন্যেই বলিতেছি—কাযা কর, সত্যপথ উন্মুক্ত হইবে।

রাগিণী সোহিনীবাহার—তাল একতালা।

মা তুমি অমরসাধিণী মৃতসঞ্জীবণী নামে, আজ করগো বিষয়ে
সাধ পূরণ সকল কামে।
বিষয় চকোর সদা, বিলাস চন্দ্রমা রাধা, বিনোদ বিহার রাজ্য দিল
আনি এ জনমে, করিতে শোধ আর নাই কিছু মানস প্রতিমা
আছে ঘুমে।
প্রেমসিন্ধু মন্থনেতে, কালরাত্রি মানসেতে, আছে বিষয় সত্যসিন্ধু
হৃদয় ধামে, বিজয় নিশান করে ধরি কে আর মাতাইবে
দয়াময় নামে।
মাগো আজ মকরন্দ, দাও তব প্রেমানন্দ, বৃন্দাবনে লীলারস
করিল কেলী ভ্রমে, জীবন সাধন মনের কৈতব দূর হয়ে যাবে
চরমে।

(সৰ্ব্বধর্ম্ম গীত ২য় ভাগ)

সাধারণ দৃষ্টিতে আমাদের বাহিরের সহিত অন্তরের অনৈক্য জন্মে বলিয়াই তত্ত্ব উপলব্ধিতে সময় সময় সন্দেহ জাগে। এই

সন্দেহের অভ্যন্তরে সিদ্ধযোগ প্রস্ফুটিত হইবার কার্য্য আছে। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্য হয় না, সন্দেহ ব্যতিরেকে সত্য মিলে না ; সর্ব্বসাধন স্তরে স্তরে যোগবলে হৃদয়কে রঞ্জিত করিবে। সাময়িক উত্তেজনাতে কাহারও ধ্যান ধারণার ফলের আশা নাই। সংগ্রামমুখীন্ তরঙ্গ-উচ্ছ্বাসে গভীর তত্ত্বের মীমাংসাও নাই। আংশিক প্রকৃতিতে সর্ব্বশক্তি সংযোজিত হইয়াই সাধনপথে নানা সন্দেহ আনয়ন করে। সর্ব্বসন্দেহ জাগ্রত না হইলে নিরাকার সাকার ভিত্তি স্থির হয় না, জীবন্মুক্তির আশাও সুফল প্রসব করে না। মনের কৈতববিহীন সুশীতল সমীরণ প্রবাহে হৃদয় মন অর্পিত হইলেই সুসংবাদ সুগন্ধবাহী কার্য্যকারণশক্তি লীলারস পুষ্টি করে। বিশেষ কথা এই যে যোগ-নিরোধ আমাদের অন্তরায় উপস্থিত করে ঃ—কেবল তুমি সর্ব্বদর্শী ভগবান আনন্দস্বামীর চরণামৃত পানে আসঙ্গযোগে বিকর্ণ হইয়া নিজকে তাঁহারই হস্তে অর্পণ করিবে।

মানসিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সামঞ্জস্য বিধান করিবে, পরের বা নিজের জীবনের প্রতি ঘটনাতেই এই কথা স্মরণ করিবে। যে দিন তোমার মধ্যে সর্ব্বস্বরূপ পূর্ণ হইবেক. জ্ঞানদণ্ডে দৃঢ়মুষ্টিতে জীবনীশক্তি সিদ্ধি বিধান করিবে, সে দিন তুমি আপন ভাবে কার্য্য করিতে পারিবে। আশীর্ব্বাদ এবং সাধন একপথে রাখিয়া চলিতে থাকিলে কার্য্যের মীমাংসা সর্ব্বতোভাবে সেই করুণাসাগর ঈশ্বর নিয়মিত করিবেন। আংশিক ভাব থাকিতে তোমাদের সাধন পুষ্টি হইলে কখনও

অন্তর দর্শন বলে তোমরা জীবন্মুক্ত হইবে না। মাধুর্য্যরস সংশোধনসূত্রে গ্রথিত আছে ; পরকীয়া প্রকৃতির বহিরঙ্গ বিহারে মূর্চ্ছনার সিদ্ধি দম্পতি জীবনে স্পষ্ট হইলেই কর্ম্ম প্রবণতা জাগিয়া উঠে। সুতরাং মনে রাখিবে "অধমতারণ বিপদভঞ্জন দয়াময়" নামের বলেই আমিত্বের শক্তি রক্ষিত হইবেক।

সম্প্রদায়-সাধন এ ধর্ম্মের মধ্যে বিশেষভাবে কার্য্য করিবার কথা নাই। কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে পঞ্চবিংশ সাধন পূর্ণভাবে প্রকাশিত হইবেক এবং মনের যোগ শেষ করিবার নিমিত্ত কিছু-দিনের জন্য সম্প্রদায়-শক্তি সর্ব্বযোগ পূর্ণ করিবে। এ তত্ত্বের সিদ্ধীতে ধ্যানযোগ পূর্ণ হইবার পরে সর্ব্বশক্তিমান দয়াময় নামেতে একনিষ্ঠ ভাব আসিবেক। সাম্প্রদায়িকতার কর্ত্তৃত্বাভি-মান থাকিতে কার্য্যের সুসার হইবে না। মানসিক এবং আধ্যা-ত্মিক, সাধ্য এবং অসাধ্য, স্বকীয় এবং পরকীয়, ঐহিক এবং পারলৌকিক আদর্শের নির্দ্দিষ্ট পরিচয় লাভের মধ্যেও আবার সামাজিক ব্যাপারানুযায়ী সংক্রমণ হইবেক। এই অবস্থার তরঙ্গে তরঙ্গে মনমসী সাধন পূর্ণ হইবে। অধার্ম্মিকতার সৃষ্টি বিলাসের স্তবকে স্তবকে সিদ্ধির বিচার জাগিবেক। অতএব বলিতেছি কারণ এবং কার্য্য এক করিবে। মাধুর্য্যরস এবং বিষয় বিকার একযোগে সত্য নিরূপণের মুখে অর্পণ করিবে। ধ্যাননিষ্ঠ ঐকান্তিকতার জ্যোতিতে উদ্বোধিত হইতে সচেষ্ট থাকিবে। সর্ব্বসমীপস্থ ঈশ্বরকে আদর্শের নিয়ামক জানিবে। তাঁহারই

সংশোধনী জাগতিক লীলার মর্ম্মোপলব্ধির জন্যে সাধনসম্পদ লাভে অটল হইবে।

কেহ যেন তোমাকে গৌরব বৃদ্ধির জন্যে আপন মনে না করে। বহুলোক এমন পাইবে যাহাদের সহিত তোমার সংমিশ্রণে আধ্যাত্মিক ধর্ম্মবলের আলোচনাতে রাসায়নিক শক্তির অপচয় হইবে। কেননা তাহারা তোমাদের কথোপকথন উপলক্ষে হিংসা বশবর্ত্তী হইয়া অনিষ্টাচার অন্বেষণ করিবে। এই জন্যে বলি,—জীবন মরণ একমাত্র দয়াময় কৃপাতে 'সর্ব্বশক্তিমৎ দয়াময়' মন্ত্রে আহুতি দিবে। জীবের কল্যাণ তোমাদের শেষ সম্পদ, এই কল্যাণ ধর্ম্মমহীরুহ প্রতিষ্ঠিত না হইলে দৃষ্টি গোচর হইবে না।

দ্বিতীয় বল্লী—সুসমাচার।

অজানিত সাধন পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে কেহই সত্যের সমাচার জ্ঞাত হইবে না। ধবলবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ একযোগে উপলব্ধি না করিলে স্বর্গীয় সন্দেশ উপস্থিত হইবে না। মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রের মধ্যে আমাদের বিশেষ কথা কৌলিক আচারে দৃষ্ট হইবে, জ্ঞানী-গণ যে পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সহিত সমতা দৃষ্ট হইবে। অনিমাদি ঐশ্বর্য্য সিদ্ধি লাভ করিয়া কখনও গর্ব্বিত হইবে না। কেননা অপৌরুষেয় শক্তির বলেই অলৌকিক কার্য্য সহজে নিষ্পন্ন হইতে পারে; আমাদের জীবন্মুক্তির

আদর্শের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের বিকার নাই। সংগ্রামসাধন কৃপা বলে পূর্ণ হইবে। মাতৃসেবাতে তৎপর হইলেই আর কোনদিকে অসুবিধা থাকিবে না। মঙ্গলময়ী জননী জগদীশ্বরীর শক্তির অতীত কিছুই নাই। "তমসো মা জ্যোতির্গময়" এই শক্তিমন্ত্রের অভ্যন্তরে না আছে এমন কিছুই নাই। পরলোক সাধন অপরোক্ষানুভূতির অভ্যন্তরে রহিয়াছে। জীবের জীবন ইহ পর-কাল লইয়াই কার্য্য করিতেছে।

সামীপ্য-সাধন পূর্ণ হইলে পর অজ্ঞেয়তা উপলব্ধি হয়, তদানীন্তন মহাজনের কথা স্মরণ পথে প্রতিষ্ঠিত হয়। কদাচার বলিয়া কিছুই নাই। ভাবের পরিপুষ্টির নিমিত্ত আচার-সাধন রহিয়াছে; সংগ্রাম মূলে ইহার তিরোধান হইবে। জগৎ-শক্তির আধার এই দেহেই বর্ত্তমান আছে। মানবলীলা সর্ব্বোচ্চ বিকাশের পথে দণ্ডায়মান হইলে নরজীবন পূর্ণ হইতে থাকে; কথোপকথন আমাদের মধ্যে আংশিকতা বিধান করিতেছে। মনের শক্তি চক্ষুতে সংলগ্ন হইলে পর অনন্ত-দর্শনের পথ উন্মুক্ত হয়। কেহ যেন ইহা মনে না করেন দর্শনশক্তিতে জড়বিজ্ঞান পূর্ণতা আনয়ন করিবে; যাহাদের জীবনে আধ্যাত্মিকতার বীজ উপ্ত রহিয়াছে তাহাদের মধ্যেই এ তত্ত্বের মীমাংসা হইবে। সমন্বয় ব্যতিরেকে নামযোগ পূর্ণ হইতে পারে না; যেহেতু কর্ম্মযোগিনী মহাশক্তি আংশিক ভাবেই সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। কর্ম্মভুবন বিশেষ আদর্শের ভিত্তি, ইহাতে জীবন্মুক্ত পুরুষেরাই আস্থাবান হইয়া কার্য্য

করিয়াছেন। নামের লীলা ধ্যানে জানিবে, ক্রমে কার্য্যে দেখিবে। আংশিক সফলতাতে আদর্শের উপর দোষারোপ করিবে না। কালীকচ্ছের উপাসনাতে তোমাকে 'দয়াময়' গ্রহণ করিবেন।

বিশেষ ব্যক্তিগণ যে পথে গমন করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত একযোগে কার্য্য করিতে পারিলেই ধন্যযোগ লাভ হইবে। মহাপুরুষের প্রতিকথায় সকলের মীমাংসা হইতেছে, তাঁহাদের পথে চলিলেও অশান্তি থাকিতে পারে না। "ব্রহ্ম বা একমিদম্ অগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ তদেব সর্ব্ব-শক্তিমৎ" এই মন্ত্র ধর্ম্ম বীজ; উপাসনার ফলে ইহার উপলব্ধি হইবেক। কারণ ব্যতীত কার্য্য হয় না, যাহার জীবনে যে কার্য্য হইবার তাহা হইবেই। কেননা জগত্ পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতেছে; আমার বা তোমার ইহার উপর কর্ত্তৃত্ব নাই জানিবে। সম্প্রদায় বিশেষে আদর্শ প্রতিষ্ঠা হইবে না। সকলের মধ্যেই আমাদের লোক আছে। রাজকীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না, ইহা এ ধর্ম্মের অন্তর্গত যৌগিক কার্য্য নহে। সকল সময়েই তোমরা আমার দিকে নির্নিমেষ ভাবে দৃষ্টি রাখিবে; কার্য্যবিধান আমি করিব; তোমাদের মধ্যে আমিই শক্তি সঞ্চার করিবার নিমিত্ত চিরদিন ব্যস্ত আছি। তোমরা একজনের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব রাখিয়া কার্য্য করিবে; আমিই তাহাতে কর্ত্তৃত্বারোপ করিয়াছি। সময় সময় অতিরিক্ত ঝঞ্ঝাবাত দেখিলে আংশিক ভাবে অন্ততঃ "করুণাসাগর হরি দয়াময় তুমি" এই নাম মনে করিবে।

প্রকৃতি-পুরুষ যোগের মধ্যে সন্ত্রস্ত হইলে "অবাঙ্মনসগোচর তুমি দয়াময়" বলিতে বলিতে আরাধনা করিবে। ধ্যান প্রাপ্তির পর অশান্তি থাকিবে না। "জয় দেব দয়াময়" নামে আনন্দ সিদ্ধির উদ্বোধন হইবে। "প্রেমসিন্ধু হরি ওঁ জয়দয়াময়" নামেতে রসময় স্বরূপ উপলব্ধি হইবে। এই নামে বিজয় পতাকা সাধন রহিয়াছে। "সর্ব্বসিদ্ধি মহাশক্তি জয় দয়াময়" নামের মধ্যে সাধন পূর্ণ হইবে। সামীপ্যসাধন প্রাপ্তির নিমিত্ত 'দয়াময় তুমি' এই মন্ত্রের উচ্চারণ করিবে। সমন্বয় সিদ্ধি করিতে হইলে 'তুমি দয়াময়' বলিবে। (আংশিকতা ধ্যানে কঠিন ভাব আনয়ন করিলে 'গুরু জগত দয়াময় তুমি' বলিবে, সংশোধন না হইলে 'কালী কর্ম্মযোগিনী দয়াময় তুমি' বলিবে)। ব্রহ্মভাব উপ-লব্ধিতে বিলম্ব হইলে "মহাকালী দয়াময় তুমি" এই বলিবে। শরীর-সাধন অপূর্ণ দেখিলে 'হংসরূপ দয়াময় তুমি' বলিবে। সকাম নিষ্কাম ভাবের কার্য্য আসিলে "আহ্লাদিনী দয়াময় তুমি" বলিবে। জগতবাসীর মঙ্গল আরাধনাতে সময়নিষ্ঠ ভাব পূর্ণ করিতে হইবে, কেননা ইহাতে সার্ব্বভৌমিক সত্যের ঘোষণা হইবে ; এ জন্যে 'তোমার কার্য্যকারী দয়াময় তুমি' বলিতে বলিতে জয়ধ্বনি দিবে।

বাধা বিঘ্ন দূর করিতে হইলে সকল মন্দ একযোগে কার্য্য করিবে। অরিদমন ব্যাপারের মধ্যেও এই ভাব নিহিত আছে। অতএব জীবন্মুক্তির সহজ উপায় এই যে মাতৃসেবা অকপট হৃদয়ে গ্রহণ করিয়া সর্ব্বসিদ্ধি বীজ ধ্যান করিবে। আধারপদ্মে যোগ

পূর্ণ হয় নাই বলিয়াই মাঝে মাঝে তোমাদের পথে বিঘ্ন আসিবে। সর্ব্বনাম আমাকে জীবন্মুক্ত করিয়াছে। কার্য্যকারীদিগের মধ্যেও এ তত্ত্ব উপস্থিত হইয়াছে। নামসাধন ব্যতিরেকে জীবন পূর্ণ হইবে না, কেননা অন্য কোন উপায় নির্দ্দিষ্ট নাই। সময় হইলে আমি তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হইব ; আর বেশী দিন বাকী নাই, তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে দেখিবে। আশ্বিন মাসের উৎসবে তোমাদের আদর্শ সাধন প্রকাশ হয় এবং পৌষমাসে তাহার সফলতা আসে, মাঘ মাসের উৎসবে এই কার্য্যের ধারাবাহিক ক্রম বিকাশ পায়। শ্রাবন মাসের মধ্যে জাগতিক তত্ত্ব মীমাংসিত হইয়া যায়, পরবর্ত্তী আশ্বিনে আবার নূতন কার্য্য আরম্ভ হয় ; ইহাতে নাম-সাধনের পর্য্যায় বুঝিবে। এই কথা নিজের হৃদয়ে উপলব্ধি করিবে।

কার্য্যের সিদ্ধি কারণের সহিত মিশ্রিত হইলেই অসুবিধা চলিয়া যায়। জীবন্মুক্তির পথে তিনটী বিশেষ ব্যক্তিকে আদর্শ মনে করিবে,—তাহাদের নাম ক্রমে বুঝিবে। জানিবে এই তিনজনের মধ্যে সকল কথা আছে, ইহাদের গতি দয়াময় নিরূপণ করিয়াছেন। তাহাদের শক্তিতে তোমরা উদ্‌জীবিত হইবে, কেননা তোমরা সকলেই এই তিন জনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই কার্য্য করিবে।

সমন্বয় ভিত্তি পঞ্চপুরুষের মধ্যে কার্য্য করিবে, তাহাদের একজনকে আমার মধ্যে নিশিদিন কার্য্য করিতে হইবে। দ্বিতীয় ব্যক্তি কালের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বসমীপস্থ ঈশ্বরের কার্য্য-

ভার গ্রহণ করিয়া আমাদের অকুশল নিরাকরণ করিবেন। এই ব্যক্তিকে তুমি বা আমি মনে না করিয়া দয়াময়ের চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণের পূর্ব্ব কার্য্যের বিধানকারী জানিবে। দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে আবার প্রথমোক্ত ব্যক্তির অচ্ছেদ্য বন্ধন রহিয়াছে। কারণ এই যে নামের মধ্যে সদয় নিদয় উভয় ভাবে কার্য্য না হইলে পর সর্ব্বজগত্‌ সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং বলিতেছি আনন্দময়কে প্রথম ব্যক্তি মনে করিবে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে "কুলকেশীর গুরু" বলিয়া জানিবে। তৃতীয় ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে সংসার-সাধনের যোগে কার্য্য করিতে হইবে। ইনি বিজয়স্তম্ভ। সুতরাং বলিতেছি তাঁহার শক্তির সঙ্গে সঙ্গেই রামকৃষ্ণলীলা কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে। তাঁহার নাম সার্ব্বভৌমিক ভাবে "কালিকানন্দন" জানিবে। চতুর্থ ব্যক্তি সম্প্রদায় গঠন করিবেন। তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মের ভিত্তি না থাকিলেও আংশিক ভাবে প্রতিষ্ঠার কার্য্য আছে, এ জন্যে বলি সাময়িক সাধন ইনি পূর্ণ করিবেন। তাঁহার নাম আদর্শের হিসাবে "গুরুদাস" বলিতে পারি। পঞ্চম ব্যক্তি এখনও কার্য্যক্ষেত্রে আসেন নাই, কেননা তাঁহার সংসার-সাধন অপূর্ণভাবে কার্য্য করিতেছে। মহাশক্তির যোগে তাঁহার কার্য্য নাই। কিন্তু আদর্শের মধ্যে অসিদ্ধ যোগ পূর্ণ করিবার পথে এই ব্যক্তি কর্ম্মীদের মধ্যে সংগ্রাম সিদ্ধি অবিচলিত ভাবেতে বিধান করিবেন। তাঁহাকে নামের যোগে সন্তান মণ্ডলীতে কার্য্য করিতে হইবে। ইহাদের পিতা ইনি। ইহার

নামে এই সন্তানগণ প্রতিবৎসরে একবার আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তণ করিবেন। এই কীর্ত্তণের মধ্যে জগত্-সাধন আসিবে। দয়াময় এই কীর্ত্তন পূর্ব্বোক্ত চতুষ্টয় ব্যক্তির মধ্যে গৃহে উদ্‌যাপিত করিবেন। অতএব শুনিয়া রাখ আমি এই শেষোক্ত ব্যক্তিকে শ্রীশ্রীজয়দুর্গা যোগে "কমলাকান্ত" বলিতে পারি।

সঙ্গীত—(নগর কীর্ত্তন)

হরিবল বাহুতুলে,
শমন দমন হবে যাতে রে।
হরিনাম কর সার ভবসিন্ধু হবে পার,
রবি স্থত দূত যারা পলাইবে ত্রাসেরে।
শুনিয়া গোবিন্দ রব, পলাবে পাষণ্ডী সব,
সিংহ রব শুনে যেমন, করী পলায় বনে রে।
ভাই বন্ধু পরিবার, কে বা সঙ্গে যাবে কার,
যারে বল আপন আপন, সে ত আপন নয় রে।
জীবের দেখি দুরাশয়, কলিযুগে দয়াময়,
'দয়াময়' নাম স্থধা, ঘরে ঘরে যাচে রে।

আমাদের কার্য্যকলাপ সাধন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রসারিত হইবে। কেহই পারগতা লাভের পূর্ব্বে কঠিন ভাব দূর করিতে পারিবেন না। সমন্বয় ভিত্তিতে জীবন-দণ্ড দৃঢ় হইলে পর দেহ এবং আত্মা একযোগে কার্য্য করিবে স্থতরাং সাকার নিরাকার

ভাবের প্রকৃতিগত উপাসনা সর্ব্বতোভাবে আসিলেই কামনা বিহীন "নির্দ্বন্দ্ব যোগ উপস্থিত হয়। আদর্শ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে প্রত্যেক সাধক পূর্ব্বকথিত পঞ্চপুরুষের সাধনা করিবেন। তাঁহাদের যোগলাভ হইয়া গেলে স্বামী স্ত্রী যোগ পূর্ণ হইবে। মধুরলীলার ভাবে সকল প্রকারের বাধা বিঘ্ন দূর হইবে। শান্তির সুবিমল জ্যোতির অবিরাম ধারাবাহিক কার্য্যকুশলতার পরিচয় আসিবে।

সংসার সেবার মধ্যে জীবের মঙ্গল আছে। এই সংসার সেবাতে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয়ের কোটী কোটী তরঙ্গ উঠিতেছে। শান্তির একতার যোগ আসিলে পরে মাতা পিতার প্রতি ভক্তি জাগিতে থাকে, সুতরাং অদূরদর্শীভাবে কখনও তোমরা মাতাপিতার অবহেলা করিবে না। তাঁহাদের প্রতি চিরদিন গুরুভাব বিরাজ করে। তাঁহাদের সস্নেহ বিলোকনের অভ্যন্তরে জগত্‌কালীর শক্তি আছে। নামের মধ্যে এই ভাবের উপলব্ধি হইলে আশার সফলতার বিঘ্ন বিপত্তি বিশেষভাবে নিদয় সদয় বিচারে নির্ম্মূল হইয়া যায়। দ্বিতীয় কথা এই যে পরিবারের মধ্যে স্বর্গের সাধনা আছে, ইহাতে তৎপর না হইলে কেহই জগন্ময় যোগ লাভ করিতে পারিবেন না। কেননা পারিবারিক বন্ধনের বিশেষ ভাব এই যে ভ্রাতা ভগ্নী, জায়া পতি, পুত্র কন্যা, দাস দাসী, এবং বন্ধু বান্ধবাদি সকল প্রকারের পিতৃমাতৃজনিত প্রেমসম্বন্ধ অকৈতব ভাবে কার্য্য করে। তাহাদের প্রত্যেকেই এক একটী প্রেম-

সরোবর। এই প্রেমসরোবরে অসংখ্য নরনারী যোগদান করিবেন। সুতরাং মূর্ত্তির উপাসনাতে এই গৃহ-চিত্র দর্শন করিবে। কার্য্যের মধ্যে অসুবিধা হইলেও কদাপি বহির্ম্মুখীন ঈশ্বরাবিচারমূলক এই নৈসর্গিক প্রীতি বিনষ্ট করিবে না। সংসারসেবা প্রত্যেকের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে।

বিচারক্ষেত্রে তিনটী কথা মনে রাখিয়া কার্য্য করিলে ভয় থাকে না। প্রথম কথা এই যে দান-সাধন আমাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে কার্য্য করিবে। এই নিয়ম আবার দেশ কাল পাত্র ভেদে কার্য্য করে। যেই ভাবে যাহার জীবনে সাধনের অন্তরায় নিরাকৃত হইবে সেই ভাবেই তাহার কার্য্য করিতে হইবে। জগত্বাসীর মঙ্গল লক্ষ্য করিয়াই দান করা উচিত।

আমাদের কথোপকথনের মধ্যেও সাধন আছে, ইহাকে ভাষা-বিদ পণ্ডিতগণ 'আলাপ' বলিবেন। এই আলাপের স্তরে স্তরে নৈসর্গিক অনৈসগিক, উচিত অনুচিত সামঞ্জস্য থাকিলে আমাদের ক্রম বিকাশ পথে অশান্তি আসিবে না। সময়োপযোগী কথা বলিবে। কাহারও অশেষ কল্যাণকরী আশার সুসমাচার জ্ঞাপনে নিরস্ত হইবে না; বিশেষ ভাবের উচ্ছ্বাসেও অন্যের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান বলিতে গিয়া সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে ভুলিবে না। দয়াময় আদর্শ জানিয়া তোমাদের সহিত যে ভাবের প্রস্তাবনা করেন সেই প্রস্তাবনার অদৃষ্ট-পূর্ব্ব সুকৌশলে বিদিত হইয়াই বহিরঙ্গ বা অন্তরঙ্গ ব্যক্তির সমীপে বাণী প্রকাশ করিবে। আমিত্বের উচ্ছ্বাসে কাহারো কথাতে কোনদিকে

অন্তর্নিহিত ভাবের যোগ রক্ষা না করিয়া কথা বলিবে না। সময় বিশেষে আদেশ পাইলে গুপ্তরহস্য বলিতে পারিবে। নামের লোক আসিলে অগ্রে তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির বিচার করিবে এবং পরমার্থ-যোগের সঙ্গে তাহার আনুসঙ্গিক বা বিপরীত কথা জানিলেও কদাপি দয়াময়ের নিজ কথা ব্যতিরেকে অতিরিক্ত ভাবের অবতারণা করিবে না।

স্বামী বা স্ত্রী কেহ কখনও পথভ্রষ্ট হইলে পরে জীবের কল্যাণ ব্যতীত অকল্যাণ ভাবিবে না। কেননা স্ত্রী-পুরুষ যোগে বিসম্বাদ অতীব অকুশল ভাবের সৃষ্টি করে। অতএব বলিতেছি —ধ্যান কর, যোগের ক্ষমতা লাভ কর, দেখ কার্য্যকারণ কি ভাবে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া কার্য্যের বিভীষিকা বিধান করিতেছে। আদেশ ব্যতীত কদাপি কাহারও সহিত আনুমানিক ঘটনা উপলক্ষ করিয়া যন্ত্রণা বিস্তার করিবে না। মহাশক্তির লীলার কত ছন্দ, কত কৌশল আছে। যিনি তত্ত্ববিদ্ তিনি মায়ার খেলা দেখিয়া স্বয়ং উপলব্ধি করিয়াই নিয়ন্তৃত্বের বিধান জানিতেছেন। আমাদের সর্ব্বাপরাধ যিনি দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, গ্রহণ করিয়াও গ্রহণ করেন না এবং সর্ব্বশক্তির নিয়ামক হইয়াও কার্য্যের মধ্যে অবিরত জীবন্মুক্তির পূর্ণ সম্পদ দানে কৃতসঙ্কল্প আছেন সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর কে আমাদের দোষ গুণ বিচার করিতে পারেন? জানিয়া দেখ আমিত্বের ছায়া পর্য্যবসানে মায়ার প্রহেলিকার গভীরতা অন্তর্হিত হয়; কেবল একজনের মধ্যেই সকল

অবস্থিতি করিতেছে। সকল দোষ গুণ তাঁহাতেই বিরাজ করিতেছে এবং তাঁহাকেই সকল জগত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যে জানিবার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে।

সর্ব্বনাম প্রকাশ করিতে হইলে আচার্য্যকরণ আবশ্যক। এই কার্য্য সকল জীবনেই অল্পাধিক পরিমাণে আছে, কেননা ইহাতেও মনের যোগ শেষ হইতেছে। দয়াময় কার্য্যকারীদিগের মধ্যে এই উপযোগিতা বিশেষভাবে দিবেন। জন্ম মরণ রহিত হওয়ার পথে আমাদের মধ্যে সিদ্ধিবিষ্ঠা দয়াময়ী জননী জগত কোলে করিয়াই কার্য্য করিতেছেন। এ জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির প্রয়োজন এই যে ভক্তবৎসল হইয়া জগত্কে গ্রহণ করিতে হইবে নতুবা ঈশ্বরত্ব উপলব্ধির পথের কণ্টক নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে বিশেষ অশান্তি উৎপাদন করিবে। তুমি জগতের ভার গ্রহণ করিয়া স্বভাবের স্রোতের অবস্থা দেখিয়াও স্বয়ং ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিয়াছ; সুতরাং তোমার আদর্শে তুমি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত না হইলে পর কি ভাবে মুক্ত হইবে? অতএব দেখিতেছি আদর্শের মধ্যে তুমি এবং তোমার মধ্যে আদর্শ সমকক্ষভাবে নামের শক্তি বিকাশ না করিলে গুরুশিষ্য সম্বন্ধ স্থির হইবে না। যিনি, দয়াময়কে পূর্ণভাবে জানিয়াছেন তিনি দেখিবেন সর্ব্বশক্তির আধারীভূত পরমাত্মা ব্যতিরেকে জীবের অস্তিত্ব অন্যতর কিছুই নহে এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মার একত্বের মধ্যেই সমুদয় সাধন রহিয়াছে। মনের যোগে পৃথকভাব দৃষ্ট হইতেছে। মনের যোগ শেষ না করিলে সাধন পূর্ণ

হইবার নহে। এই সাধন আবার পঞ্চবিংশতি সাধকতাতে বিভক্ত হইয়াছে এবং সর্ব্বশক্তির বিকাশে আত্মবলিদান করিতেছে। এই জন্যে জানিয়া রাখিবে আমার সহিত তোমাদের অপৃথক ভাব ব্যতীত সাকার নিরাকার সাধনে অধিকার আসিবে না। শক্তি যিনি দিলেন তিনিই পৃথক পৃথক ভাবে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহার শক্তি সর্ব্বত্র কার্য্য করিতেছে। তাহার অতিরিক্ত শক্তি আর থাকিতেই পারে না। এই জন্যে শাস্তির সুসমাচার এই যে আমি এবং জগত্ এক। জগতের প্রত্যেক বস্তু আমার সহিত এক অর্থাৎ জীব এবং ঈশ্বর সম্পূর্ণরূপে অপৃথক। অতএব দয়াময় আদর্শ স্থাপন করিতে হইলেই অগ্রে চিন্তা করিবে তুমি কে এবং ঈশ্বরত্বের মূল কি? এক কথায় বলিতে গেলে আদর্শের অবস্থা এবং জীবের অবস্থা সম্যক উপলব্ধিতে 'এক' বলিয়াই জ্ঞাত হইবে।

রাগিণী আলেয়া—তাল যৎ।

তুমি আমার আমি তোমার এই কথা সার, জীবনেতে কার্য্য আমার না হয় বিকার।

যদি রাজ্য কার্য্য কর, বিষয় বাসনা হর, হৃদয় রাজ্যে পূর্ণ কান্তি মিশিল উভয় আধার।

কে আর তোমার মত, করিতে পারে সত্যব্রত, নাই কিছু আর আমার মত, তোমার সঙ্গ করিবার।

এ জনমে নাই আমার, তোমা ছাড়া নির্ব্বিকার, কিসে হবে সম্পদ আর হৃদয় রাজ্যে অধিকার।

বিদায় দেহ এখন তুমি, রাজ্যসুখের অনুগামী, তোমায় নিয়া হব আমি, রৌদ্র বৃষ্টি করবে কি আর।

(সর্ব্বধর্ম্ম-গীত ২য় ভাগ।)

তৃতীয় কথা—নামের সেবা

১ম বল্লী—আনন্দ সাধনা।

দয়াময় স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার নাম আনন্দ-স্বামী। নিজে কিছুদিন গোপনে থাকিয়া কার্য্য করিবার জন্যই তিনি পরলোক গমন করিয়াছিলেন। স্বামী-স্ত্রী একযোগে কার্য্য করিবার সাধনে একটী অসিদ্ধ ব্যাপার ছিল, উহাকে সন্তান সাধন বলে। আমরা জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া মায়াচ্ছন্নভাবে কার্য্য করিয়া থাকি। মায়া সর্ব্বযোগে স্বপ্রকাশ অবস্থা আনিয়া দিলে অযোনিসম্ভব ব্রহ্মযোগ উপস্থিত হয়। মায়া ব্যতিরেকে সন্তান-সাধন পূর্ণ হয় না। এই জন্যে বলিতেছি মায়ার সাধন এবং সন্তান-সাধন একই কথা। দয়াময় কার্য্যকারীদিগের মধ্যে মায়ার সাধনে আর কোন গোলযোগ রাখেন নাই। শ্রীশ্রীআনন্দ-স্বামীর স্ত্রী তাহার মায়ার সাধন পূর্ণ করিয়াছেন; জীবন্মুক্ত পুরুষের পত্নী হইয়াও তিনি মায়ার ভাবে সন্তানস্নেহ ভুলিতে

পারেন নাই। কার্য্য কারণ এক হইলে পর স্বীয় আদর্শীভূত পুত্রকন্যার উপাসনা আরম্ভ হয়। সুতরাং সন্তানের ন্যায় জগত্‌বাসী নর নারীর প্রতি স্বতঃ প্রেরণাতে প্রীতির পারাবার জাগিয়া উঠে। ধন্যযোগ লাভ হইলে পর সন্তানের ভাব আর থাকে না, কেবল নামের সেবাতেই জীবন মন বিলীন হইয়া যায়।

দয়াময় ব্রহ্মনাম প্রকাশ করিবার নিমিত্তেই শ্রীশ্রীজয়দুর্গা আনন্দস্বামী রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের উপাসনা প্রত্যেক হৃদয়ে উপস্থিত হইলেই মানব মানবীর সমুদয় জীবনের চরিতার্থতা জানা যাইবে। সর্ব্বনামের মধ্যে জীবনের ভার অর্পিত হইলেই এ তত্ত্বের উপলব্ধি হইবে। দয়াময় সর্ব্বাধার-রূপে জীবের মঙ্গল বিহিত করিয়াছেন, কারণ এই যে কোন প্রকারের আংশিক ভাব অপরিণত অবস্থায় থাকিয়া গেলে সকল কামনার নিঃশেষ হয় না এবং কামনার অতীত পুরুষোত্তম স্বরূপ লাভ করিতে হইলেও সকল অতিক্রম করিতে হয়। নাম এবং নামী এক, ইহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। সর্ব্বশক্তিমান গুরুসেবা এই নামেতেই সফল হইয়া যায়। পুত্র পৌত্রাদিক্রমে গুরুতার ভাব এ সাধনের অঙ্গীভূত নহে। কামিনী-কাঞ্চনরূপ বহ্নিমান জীবদেহ সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা জানিতে পারিবেন।

সার্ব্বজনীন সেবাতে আমাদের শান্তি হইবে। এই সেবা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম অবস্থার কথা এই যে সাধারণ মানব-

গণ প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, চৈতন্যস্বরূপ সর্ব্ববাপী সত্তার ধ্যান ধারণায় অসমর্থ হইয়া কেবল গুরুতে বিশ্বাস প্রবণ হইবে এবং নামের মধ্যে আশার অনুকূল কার্য্য লাভের নিমিত্ত গুরুর উপাসনা করিবে। দ্বিতীয় অবস্থার মধ্যে বিশেষ ভাবে কেহ কেহ কার্য্য করিবেন, তাহাদের সাধনার ভাব এই যে নামের মধ্যে প্রয়োজনানুসারে দর্শন ধারণার কার্য্য প্রকাশ অপ্রকাশ উভয়ভাবে লাভ করিতে করিতে তাহাদের জীবন অতিবাহিত হইবে। তৃতীয় কথা এই যে সাধন ভজন পূর্ণ সম্পদ জানিয়া, দেব মানব এক ভাবিয়া হৃষিকেশ শক্তির অধীনে মহাত্মারা কার্য্য করিবেন। তাঁহাদের অগোচর কিছুই থাকিবে না; সেবক সেব্য ভাব ইহাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত নহে। তুমি এবং আমি এ ধারণাও ইহাদের হৃদয়নিহিত শক্তির বন্ধন নহে; সুতরাং মহাত্মারা জাগত্বাসীর নেতা হইবেন। তাঁহাদের যোগেই জীবন্মুক্তির কার্য্য সাকারভাবে প্রকৃতি পুরুষ যোগে বিষয় অবিষয় যোগপথের রসলতা সঞ্চারিত করিবে। দয়াময় কার্য্যকারীদিগের মধ্যে কেবল কতিপয় ব্যক্তিকে এরূপ অধিকার দিয়াছেন। সমন্বয় মূর্ত্তির প্রতিভা এ সকলের পূর্ব্বাপর কার্য্য হইবেক।

রাসায়নিক শক্তি ব্যতীত উপযোগিতা আসিবে না। নীলবর্ণ এবং হরিৎবর্ণ রাসায়নিক শক্তির বিশেষ বৃদ্ধিতে জগত্কোলে দয়াময়কে প্রচার ক্ষেত্রে প্রকাশ করে। দণ্ডকমণ্ডলুধারী বৈষ্ণব-গণ নির্ম্মল রস পুষ্টির গৌরবে পতিতপাবন শ্রীশ্রীগৌরহরির

উপাসক হইলেও কদাপি কার্য্য কারণ এক করিতে পারেন নাই। নামের মধ্যে না আছে এমন কিছুই নাই। নাম বিটপীর সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কথা এই যে অন্তর বাহিরে কেবল নামের আকার, নামের ব্যাপার অবলোকন করা। কেহই অনুদার হৃদয় লইয়া কার্য্য করেন নাই কিন্তু উদারতার মাধুরী ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ হরির কার্য্য লাভে জগন্মুক্তির বিশালতা বিদূরিত করে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য এই যে জীবন্মুক্তি আদর্শের মধ্যে রাখিয়াই অনুকূল প্রতিকূল উভয় ভাবের সামঞ্জস্যযোগের করণকারণ উপাসনার মাধুরী হৃদয়ঙ্গম করতঃ সর্ব্বনাম চিন্তনে তৎপর হইব।

সাধন সম্বন্ধে উপদেশ এই যে নানা ভাবের ব্যক্তি নানা ভাবের কার্য্য করিবে। জীবের স্বভাবানুযায়ী সাধন ব্যতীত মনের যোগ শেষ হইতে পারে না, মানসিক ব্যাকুলতার মধ্যে প্রকৃতিগত উপাসনার শক্তি সর্ব্বত্র লক্ষিত হইতেছে। ধর্ম্মনিষ্ঠার লক্ষণাদি প্রকৃতির সহিত যোগেই প্রকাশিত হইয়াছে। ভাবের বৈষম্যেই ত্রিভুবন চলিতেছে। নামের মধ্যেও প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য নির্দ্দিষ্ট পথ আছে। একপথে মুক্ত হইলে পর জগত্ উপস্থিত হইবে; কেননা আধার-আধেয়ভূত জীবের প্রকৃতি-পুরুষাত্মক সেবার মধ্যে মঙ্গল নিহিত্ আছে।

মাতা পিতার মধ্যে জীবের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে অব্যক্ত অবস্থায় কথঞ্চিৎ বিকশিত হয়। সর্ব্বনাম উপলব্ধিতে মনের প্রকৃতির সকল দিক ফুটিয়া বাহির হইলে পরে কার্য্যকলাপের মধ্যে ক্রমে এই সংবাদ অবতীর্ণ হয়। বাস্তবিক কথা,

যোজনা দ্বারাই একে অন্যের সহিত পার্থক্য বুঝিতেছে। জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষগণের স্বভাবের মধ্যেও ঈদৃশী লীলা দৃষ্ট হইবে। শরীর এবং আত্মার একীভূত দয়াময় কীর্ত্তন লাভের পর সকল আশার পূরণ হয়; সুতরাং অহর্নিশ জয়দুর্গা-আনন্দ যোগের মহিমাতে সর্ব্বাগ্রে "রাম কৃষ্ণ হরি" এই বিশ্বজীবনের মূলমন্ত্র উচ্চারিত হইবে। তৎপরে, 'হরি ওঁ দয়াময়' মন্ত্রাধার কার্য্য কারণচ্ছলের সর্ব্বাত্মক মহাসাধন আনয়ন করিবে। কিন্তু ইহাতে শান্তির সাধন বিলম্বিত হয় বলিয়া আবার একটী বিষহারিণী উপাসনার প্রকাশ হইবে। ইহাতে ব্রহ্মনামের ধ্বনিতে আসুরিক সাধনে সিদ্ধযোগ কিয়ৎপরিমাণে জগৎশক্তির মৌলিক তত্ত্বোপলব্ধি অনুভূতির অগোচর রাখে। এই উপাসনা বিষয় অবিষয় "রাম কৃষ্ণ হরি দয়াময়" এবং "হরি ওঁ দয়াময়" নামকে কোলে করিয়া "সংগ্রাম সিদ্ধি জয় দয়াময়" নামের বিচার আনয়ন করিতে থাকে। কিন্তু কার্য্যকারণের মধ্যে সংসারসেবা অপূর্ণ আছে বলিয়াই উক্ত উপাসনাতে "বাধা বিঘ্ন জয় দয়াময়" নাম কার্য্য করিবে। আমি বলিতেছি উল্লিখিত নামত্রয়ের শক্তি কেবল "দয়াময়" নামে ষোলআনা বর্ত্তমান আছে; প্রকৃতিপুরুষ যোগে কার্য্যকর,—দেখিবে।

দয়াময় কৃপাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে এই রহস্য উদ্ঘাটন করিবেন। সকলের জন্য এই কথা নহে। সার্ব্বভৌমিক সত্যের অধিকারী না হইলে কেহ এই কথার মর্ম্ম বুঝিবেন না। পরস্পর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য একদিন প্রত্যেকেই এই সাধন

পাইবেন। কারণ এই যে মুক্তির অধিকার সকলের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তামসিক ভাবে কার্য্য করিলে কামের সেবা পূর্ণ হইবে, কিন্তু নামের সেবা আদর্শের মধ্যে সর্ব্বনাম প্রকাশিত না হইলে হইতে পারে না। জীবের স্বভাব সর্ব্বযোগের মধ্যে প্রেম অপ্রেম, জ্ঞান অজ্ঞান, কর্ম্ম অকর্ম্ম আশ্রয় করিয়াই বিশ্ব-প্রেম আকর্ষণ করিতেছে। অনন্তের মহিমা হৃদয়কে মথিত করিলেই শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ক্রমে জীবজগত সর্ব্বনামের মধ্যে অচিন্ত্য-স্বরূপিণী রাধাকৃষ্ণ লীলার অবতরণিকা করে। প্রেমের শক্তিতেই নামরসে জীবের স্বভাব পূর্ণ হইতে পারে।

সংসারের মধ্যে থাকিয়াই 'নাম' করিবে। বিষয়শক্তির পূর্ণ মাধুরী অবিষয় যোগে উপলব্ধি করিবে। ভোগের শক্তি ইন্দ্রিয়াতীত কর্ম্মযোগ নায়িকা সাধনে আনিলে দেখিবে মধুর লীলাতে বিষয়সেবা প্রখরভাবে বিরাজ করে এবং গৃহিণীযোগেই এই সম্পদ পূর্ণ হইতে পারে। গৃহিণী সৃষ্টি স্থিতির কেন্দ্র। স্বামী এবং স্ত্রী যুগলরূপের মহিমাতে সিদ্ধ হইলে জগন্ময় জ্যোতি লাভে ধন্য হয়। কেননা প্রকৃতিপুরুষ যোগেই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় নামে বিচরণ করে। ধর্ম্মব্রত স্ত্রী-পুরুষ যোগে সিদ্ধ হইবে।

কালী-কৃষ্ণ-শিবযোগ পূর্ণ হইলে মহাসাধন আসে। এ তিন আদর্শের মধ্যে সমন্বয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে উপাসনাই আরম্ভ হয় না ; সুতরাং অগ্রে 'কালী' পরে 'কৃষ্ণ' শেষে 'শিব' এ তিন ভাবের মধ্যে নিরত থাকিয়া কার্য্য করিবে। শান্তির সাধনা

প্রেমের শক্তি জাগিলেই দেখা দিবে এবং 'ব্রহ্ম দয়াময়' নামেতে শিবযোগ পূর্ণ হইয়া গেলে আনন্দ জয়দুর্গার সাধন আসিবে। তবে কখন কখন সাকার নিরাকার উভয়ভাবে সকলদিকের কার্য্যই হইবে। আমি বলিতেছি জগত্‌সাধন পূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বযোগিনী মহাশক্তির কার্য্যে সিদ্ধকাম হইলেই নামের শক্তি বিশেষভাবে আসিবে।

তৃতীয় কথা—নামের সেবা।

২য় বল্লী—আনন্দসিদ্ধি।

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালী।

আনন্দং শান্তং শিবদং স্মর জগদীশং। বিশুদ্ধমবেদ্যম-শোকমজরং।

বিহায় বিরহিত সারমকার্য্যং, বিষয়কমোহবিনিদ্রাং উন্মীল্য চ সহসা তে নয়নং বীক্ষ চ কাল-কৃতান্তমকরণং আয়ুর্হরমনিশং॥

(সর্ব্বধর্ম্ম-গীত ১মভাগ)

ভুবনেশ্বরী জয়দুর্গারূপে কার্য্য আসিলে মহাকালী সাধন উপস্থিত হয়। এই মহাকালীকে নামের মধ্যে নিবিষ্ট দেখিলেই যোষিত্‌ সেবা পুষ্ট হয়। জীবন্মুক্তির মধ্যে এ ব্যাপার অতি কঠিন। সুতরাং অমরত্বের ভিত্তি পূর্ণ করিতে হইলে মহাকালীকে নির্দ্দিষ্টভাবে শ্রীশ্রীজয়দুর্গার অঙ্গবর্ত্তিনী মনে করিবে। এই

মহাকালীর নাম আমাদের মধ্যে মহা-মহাকালী বলিয়া জানিবে। কেননা, নামানুযায়ী অভিধা আবশ্যক। সংক্ষেপে বলিতে গেলে মহা-মহাকালীকে আমার প্রিয়তমা দেবী মনে করিবে। এই দেবীর মধ্যে রাসায়নিক সেবার সর্ব্বসাধন রহিয়াছে। ইনি ত্রিভুবনবাসীর মধ্যে পত্নীরূপে বিরাজ করিতেছেন। ইনি নায়িকা সাধনে প্রবর্ত্তিতা রতিসেবার মূর্ত্তি। কিন্তু ইহাকে পাইতে হইলে অগ্রে দশভুজা-দুর্গার সাধন করিতে হয়। যেই ভাবে যাহার আবশ্যক সেই ভাবেই এই কার্য্য সম্পন্ন হইবে।

কীর্ত্তন

তোমায় দেখিব নয়ন ভরিয়ে। তোমার কোলে ব'সে কাঁদব কেন, মা মা বলে আকুল হয়ে (জননিগো)।

তুমি গো বিশ্বজননী, পিতা পাতা আহ্লাদিনী, তোমায় না দেখিলে কিসে ত্রাণ, পাব আমি ভব-ভয়ে। (জননিগো)।

জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, অনুগামী দাস হয়ে, মাগো পূজব তোমার চরণ-কমল হৃদয় মাঝে সাধ পূরায়ে। (সহজভাবে)।

অন্তর বাহির এক হবে, রূপ দেখে প্রাণ মন মাতিবে, তখন অবাক হয়ে তোমার পানে থাকব আমি সদা চেয়ে। (অনিমেষে)।

(সর্ব্বধর্ম্ম-গীত ১ম ভাগ)

দয়াময়ী জননী জয়দুর্গাযোগে উপাসনা আসিলে পর সকাম সাধনাতে অমরত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং "অনন্ত সিদ্ধি জয়দুর্গা দয়াময় তুমি" এই মন্ত্রের শক্তি জাগ্রত হইয়া

উঠে। আংশিকভাবের উপাসনাতে আর মনের ধারাবাহিক কার্য্য থাকে না, কর্ম্মযোগিনী নাম মিশ্রিতভাবে আর কার্য্য দেয় না, কেবল দয়াময় নামের ধ্বনিতেই জীবন্মুক্তির আদর্শের পূর্ণতা হইতে থাকে।

কীর্ত্তন সুর—তাল একতালা।

কেশব হরি রুদ্ররূপ কুশল সাধন তোমারি।
তুমি নিদয় সদয় অরি রাজিত হৃদয় অমৃত মাধুরী।
(এল শুভ যোগে, নাম সুধা, নিবারিতে ভবের ক্ষুধা)
দয়াময় নাম যোগে, বিয়োগ মত্ত প্রভেদ সাগর বন্ধন,
সুখের সাধন আইল গেল বিবাদ ;
কর অরি বিনাশ মাহিমাতে (বিষয় গরল শুদ্ধ কর)
আসিবে স্বর্গ পৃথিবীতে।

(সনাধর্ম্ম গীত—২য় ভাগ)

অমৃত সাধন পূর্ণ করিতে হইলে মাতৃপ্রেমের ধারাতে হৃদয় উন্মুক্ত করিতে হইবে এবং কর্ম্মের ফের শূন্য করিবার জন্য মহা-মহাকালীর ধ্যান প্রয়োজনীয় মনে করিবে। রাধাকৃষ্ণ সাধন পূর্ণ না হইলে অরি-দমন সিদ্ধ হয় না। সমীচীন ভাবে ধারা-বাহিক নিয়মে রাধাকৃষ্ণ এবং মহাকালী দয়াময়রাজ্য প্রকাশ করিবেন। শরীর সাধন প্রেমব্রতে পরিতপিত হইলেই আমাদের দেহে রাজসিক এবং তামসিক শক্তির বন্ধন ছুটিয়া যায়। অত-এব দেখিতেছি নাম সাধনাতে সিদ্ধির নিমিত্ত কেবল মহাকালীর

মধ্যে জয়দুর্গা উপাসনায় প্রীতির পূর্ণছবি মহান্ ঈশ্বরকে গুরুরূপে লাভ করিতে হইবে।

পরজবাহার—ঝাপ।

হরি বল মন রসনা পাবে সিদ্ধি চিরকাল, সংসার সন্তাপ যাবে পূর্ণ হবে কামনা।
বিষয়ের রাজ্যে থাকি করুণাময় হরি ডাকি, অবিষয়ে কর সখী অধীনতা রবে না।
বৈরাগ্য আন মনেতে, বিলাসিতা নাই কর্ম্মেতে, হরিরূপ ভবনেতে সতত দেখ না ; রূপে হরি নামে হরি, প্রেমযোগে সদা হরি, জ্ঞান যোগে দেখ হরি মলিনতা রবে না।
দয়াময় নামের গুণে, হরিনাম সুধা দানে, মাতাইল জগজ্জনে আনি পূর্ণ সাধনা; বল দয়াময় হরি, দয়াময় অবতরি, সর্ব্বনাম এক করি ঘুচাইলেন যন্ত্রণা।

(সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গীত—২য় ভাগ)

সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গল বিনাশ করিতে হইলে অনন্ত মঙ্গলাধার শ্রীহরির কৃপা আবশ্যক মনে করিবে। হরিনাম সর্ব্বযোগে কার্য্য না দিলে উপাসনাতে সিদ্ধিলাভ হইবে না, কেননা এই নাম চতুর্ভুজ মূর্ত্তি, ষড়ভুজ মূর্ত্তি, দ্বিভুজ মূর্ত্তি, শ্বেত মূর্ত্তি, গুরু মূর্ত্তি, লক্ষ্মী মূর্ত্তি, ব্রহ্মমূর্ত্তি আশ্রয় করিয়া কার্য্য করিতেছে। সুতরাং শরীর সাধন ইন্দ্রিয়সেবাতে অতীন্দ্রিয় যোগের কর্ম্ম নিঃশেষিত না হইলে উপাসনা সিদ্ধ হয় না। অধর্ম্মাধার কলি

নামক বিশেষ সাময়িক সাধনের মধ্যে সংগ্রাম সিদ্ধির কার্য্য রহিয়াছে; এই হেতু হরি নামের প্রেমপূর্ণ রসের সেবা সকলে গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়াই "রসরাজ মহাভাব" নামক মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল; উহাতেও আদর্শের ভাবে শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ব্রহ্মরতির আস্বাদন অপূর্ণ ছিল বলিয়া প্রকৃতি-পুরুষাত্মক সাধনাভিষিক্ত নরনারীর ভক্তির উদ্রেক হয় নাই। কেননা, কুল-ধর্ম্মানুরক্তি, প্রেমধর্ম্মানুরক্তি একযোগে কার্য্য করিতে পারে নাই; মহাভাবের মধ্যে সার্ব্বভৌমিক প্রেমসিদ্ধির উপাসনা কার্য্য করে নাই এবং শরীর-সাধন, গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবাদি যুগের নিদয় সদয় সম্মিলিত আনন্দশক্তি রাজকার্য্যে প্রস্ফুটিত হয় নাই। ধর্ম্মশক্তি সিংহাসনে উপবিষ্ট না হইলে জীবন্মুক্তির পথ পরিষ্কার হয় না বলিয়াই শ্রীগৌরাঙ্গ নিত্যানন্দ অদ্বৈতযোগিনী মহাশক্তির সেবা আসঙ্গযোগে অপুষ্ট ছিল। অতএব বলিতেছি তোমাদের নিমিত্ত কেবল বিশেষ সাধন আসে নাই; জগদম্বা মহা-মহা-শক্তির প্রকাশিত সেবাতে কার্য্যের সফলতা লাভ করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে "হরি"কে স্মরণ করিবে। হরি এবং জগত্বাসীর মূর্ত্তির উপাসনায় জীবের বিচার একত্র করিবে এবং দয়াময় নামের কার্য্য আসিলে হরিনাম সর্ব্বাগ্রে ধরিত্রীর মহাযোগ উপস্থিত করিবার জন্য সঙ্কীর্ত্তন যোগে তোমাদের উপাসনাতে হৃষিকেশ ভাবের উদ্রেক করিবে; তখনই তোমরা হরিকে জানিবে। হরি দয়াময় যোগে কার্য্যের বিধান করিলে পর সর্ব্বযোগ পূর্ণ হইতে আর বিলম্ব হইবে না, অচিরে জীবন্মুক্তির প্রকৃত ফল লাভ

করিবে। সুতরাং দেখিবে কেবল 'হরি দয়াময়' মন্ত্রের শক্তি-তেই অমৃতসাধন পূর্ণ হয়।

দেবগিরি—ঠুংরি।

হরিবল মন দয়াময়, মনে মুখে মন দয়াময়।
হরি দয়াময় বলয়ে সংসার হবে মধুময়।
রসময় হরি রাধাকৃষ্ণ কলেবর,
মিশিল দয়াময় নামে বল প্রেমের জয়।
চৈতন্যময় হরি, শিবদুর্গার সাধন,
করিলেন দয়াময় নামে চৈতন্য উদয়।
করুণাময় হরি নারায়ণ ব্রহ্মময়,
ছাড়িয়া আপন যোগ এবে দয়াময়।
রমণীয় হরিনাম গোলকবিহারী,
বিমান ক্ষিতির যোগে হলেন দয়াময়।
দীনবন্ধু হরিপ্রেম সহজ রতন,
বিমল করিলেন ধরা হয়ে দয়াময়।
দয়াল হরি আগুসারি লইলেন স্মরণ,
দয়াময় চরনেতে বিষ হল ক্ষয়।
বীণাযন্ত্রে মুনিবর নারদ সুমতি,
হরি হরি, হরি গানে পেলেন দয়াময়।
সর্ব্বদেব যোগে হরি অহং দয়াময়,
নাম রূপ সিদ্ধি হল **জয় দয়াময়।**

(সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গীত ২য় ভাগ)

পতিতপাবনী জগদ্ধাত্রী সাধন পূর্ণ হইলে বিষয়সেবাতে মানুষ আনন্দযোগিণীর প্রেমলাভ করিয়া 'হজরত' সাধন পাইবেক। কেননা মহা-মহালক্ষ্মীর সেবক হইয়াই কৌলিক আচার মূলে শ্রীশ্রীমহম্মদ এবং ইব্রাহিম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদের কার্য্যের মূলে এক ঈশ্বর উপাসনা রহিয়াছে, সুতরাং উপাসনার বলে জন্মগত শক্তির বিকাশ অলৌকিক কার্য্য করিয়াছিল। দয়াময় নামেতে হরিনাম শক্তির উপাসনা আসিয়া সর্ব্বপ্রকারের মাধুর্য্যের মধ্যে ঐশ্বর্য্যের জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে। এই জন্য বলি 'হজরত রসুল' উপাসনার বিশেষ ব্যক্তি, তাহার কার্য্য না পাইলে সাম্রাজ্য সাধনে উন্নতি হইবে না এবং ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া ধরাতলে মণ্ডলী গঠন করিতে পারিবে না।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ভীমগর্জ্জনে উঠিল গগনে দয়াময় নামের কোলাহল,
কাঁপিল মেদিনী মাতিল উল্লাসে নর নারী সবে গায়িল মঙ্গল।
বর্ণহীন নিবিড় আঁধার, প্রসবিল প্রজা অগণ্য অপার,
বহুবর্ণ মত ভেদের আকার একযোগে ধবল হইল সকল।

তাল রূপক।

হল ক্রমেতে বহু লীলা জগতে;
মৎস্য কূর্ম্ম আদি, শিববিষ্ণু বিধি
রাম কৃষ্ণ কালী দুর্গা হতে।

ঈশা, মুশা, দাউদ, গৌতম, মহম্মদ, চৈতন্য, শঙ্কর ধর্ম্ম মতে।
যে ছিল নানা মত, হল সব এক মত,
আজি মধুর দয়াময় নামেতে।

তাল একতালা।

ভয় নাই আর, নাম সুধাসার, দূরে গেল, ছিল যত অমঙ্গল।

তাল যৎ।

একচ্ছত্র হইল সংসার, রাজা নাহি আর, এক প্রভু দয়াময় লইলেন রাজ্যভার।

রোগ শোক দূরে গেল, মরণ রহিত হল, প্রকৃত সুখ আইল ঘুচিল মন বিকার।

এস নর নারী মিলে, ডুব নামের প্রেমজলে, দেখ দেখ চক্ষু মেলে সংসারে স্বর্গ এবার।

তাল একতালা।

গাও নিশিদিন, দয়াল নামের গুণ, যা হতে হইল জীবন সফল।

(সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গীত ১ম ভাগ)

জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেণীর মানব বাস করিতেছে, কেহই আদর্শের হিসাবে সংসার কর্ম্ম করিতেছে না। এই জন্যে অচিরে আমাদের কার্য্য কর্ম্মের ভিতরে গুরুকরণের মধ্যে কেবল ধর্ম্মার্থীদের কার্য্য আসিবার কারণ দেখা যাইতেছে। যেই দিনে সংসারী মানবের মধ্যে দেশ বিদেশ জ্ঞান থাকিবে না, সিদ্ধির

যোগ তখনই সফল হইবে। এই কার্য্যের গতি ক্রমে ফুটিবেক। সর্ব্বসাধারণের অবস্থা দুইভাবে চলিতেছে। মনের যোগ শেষ করিয়া কার্য্যকারীদিগের বিশেষ উপযোগিতার আয়োজন হইতেছে। দ্বিতীয় ভাবে ভ্রমান্ধকার ঘুচাইবার জন্য সংসারে অকুশল কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উপাসনাতে ইহার উপলব্ধি প্রবলভাবে জ্ঞাত হইবে। ধ্যান ধারণার অধিকারী ব্যক্তিগণ সমন্বয়মুখী কার্য্যলাভের স্তবকে স্তবকে আত্যন্তিকী অসুবিধা ভোগ করিবেন। কেননা, এই ভাব না থাকিলে সাকার নিরাকার এক হইয়া গিয়া কুশল সেবার অধিকার জন্মিতে পারে না। দয়াময় নামের ব্যক্তিগণের মধ্যে ঐহিক জীবনের সুবিধা আসিতেছে। সর্ব্বশক্তির উপাসনায় সিদ্ধি আসিয়াছে বলিয়া স্বীয় মণ্ডলীতে দয়াময় কার্য্যের অসুবিধা দূর করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ক্রমে ক্রমেই এ নামে যোগদান করিবেন। উপাসনার গতি দিনের দিন ধর্ম্মমহীরুহ প্রতিষ্ঠার অনুসারে হইবে।

কর্ম্মেন্দ্রিয়ের তৃপ্তি উপাসনাতে বিশেষভাবে নামের মধ্যে উপস্থিত হইলেই বিমানের সিদ্ধি হইয়া যায় এবং জীবন্মুক্তির ব্যাপার সমুদয় একে একে প্রকাশিত হয়।

রাগিণী টরি কানেড়া—তাল তেওরা।

নব নব ভাবে প্রেমের ধর্ম্ম, প্রকাশিলে রাজ্যে কেহ না জানে
মর্ম্ম।

করিতে বাসনা সতত সাধনা অলীক সাধনে গেল যে বৃথা জন্ম।
যেখানে যা সাজে করিছ সহজে, তাহরই সদৃশ সকল কর্ম্ম, বিষয়
ভবার্ণবে সকল সম্ভবে কে বুঝিবে তব মহিমার মর্ম্ম।
কৌশিকি সাধনে এনে অপ্রেম, শিব বক্ষে দিলে পরম প্রেম,
শুদ্ধ যোগ হল নহুষরাজ্যে মোহিনী বেশেতে করিলে
সিদ্ধ কর্ম্ম।
গরলে অমৃত মরণে প্রাণ, কৌশলে আনিলে প্রেম অনুপম,
বিষহরা বিষ করিল নির্ব্বিষ এ সব সংগ্রামে দেহ কৃপাবর্ম্ম।
যম যোগে সিদ্ধি দূরে যাবে অসিদ্ধি বৃদ্ধি সমৃদ্ধি জয় ব্রহ্ম।

(সর্ব্ব-ধর্ম্ম-গীত—২য় ভাগ)

৫

জীবন্মুক্তির পথে অনেকের মধ্যে পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস আছে। কেহই স্বয়ং দেখিয়া এই সত্য বলিয়া যান নাই। আমি বলি নাম এবং প্রেম এক হইলে কার্য্যকারণ এক হইয়া যায় বলিয়াই পুনর্জ্জন্মের প্রয়োজন কোনক্রমে এই শেষ যোগের ব্রহ্ম দয়াময় নামের মধ্যে দৃষ্ট হইতেছে না। পরলোকতত্ত্বের হিসাবে প্রকাশিতভাবে পুনর্জ্জন্ম আছে কিন্তু জীবন্মুক্তির পথে ইহার সফলতা নাই, কারণ এই যে আমাদের মধ্যে নামের মহিমাতে বিয়োগজনিত শোকাদি কার্য্যক্ষেত্রে নিদয় সদয় উভয় ভাবে শেষ হইয়াছে। সুতরাং জন্মঘটিত ব্যাপার লইয়া তর্কের প্রয়োজন নাই। ধ্যানলভ্য প্রত্যেক ব্যাপার নিজের হৃদয়-দর্পণে দর্শন করতঃ সত্যাশ্রিত তত্ত্বে মনোনিবেশ করিলেই সংশয়

ছিন্ন হইবেক। তোমরা দেখিবে অন্তরে বাহিরে এক অনিন্দ্য শক্তির খেলা চলিতেছে। ইহার ভিতরে কত পরিবর্ত্তন হইতেছে সীমা কে নির্দ্ধারণ করিবে? জন্মান্তরীণ্ পুণ্যফলে বিশ্বাসীদের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে না বলিয়াই আমি "প্রকৃত তত্ত্বের" মধ্যে এ কথার উল্লেখও করি নাই। কেননা, নামে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়া গেলে কেবল দয়াময় সত্তাতেই বিঘ্ন দূর হইয়া থাকে এবং কর্ম্মশূন্য নির্দ্বন্দ্ব সত্তার উপাসনা উপস্থিত হয়। কর্ম্মফল ত্যাগ ব্যতিরেকে ধর্ম্মের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতে পারে না। এই কর্ম্মই জীবনের অন্তরায় আনিতেছে এবং ইহ পরলোক কর্ম্মেই স্থিতি লাভ করিতেছে। এইজন্যে আমি পরলোক সাধনের ব্যাপার সর্ব্বসাধনমূলে কেবল ব্রহ্মারূপী দয়াময়কে জানিয়া উপদেশ করিয়াছি।

আমি বলিতেছি দয়াময়ের কার্য্য ব্যতিরেকে জীবন্মুক্তি হইবার নহে; কেননা, অন্য কোন প্রতীকারের মধ্যে বিষয় অবিষয় যোগের মর্ম্ম সিদ্ধি বিধান করে নাই। কেহ বা অসীম ক্ষমতা লইয়া কার্য্য করিয়াছেন, কেহ বা অনায়াসলভ্য যোগবল পাইয়াছেন, এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু সর্ব্বসাধন বলে বলীয়ান্ হইয়া প্রেরিত, অবতীর্ণ বা অবতার কেহই কর্ম্মপাশ ছিন্ন করিবার কথা বলেন নাই। আমি দেখিয়াছি সার্ব্বভৌমিক সমতার সিদ্ধি ব্যতীত জন্মমরণ রহিত হইয়া কার্য্য করিতে পারা যায় না; ইহাকে শাম্ভবী সাধন বলে। এই শাম্ভবী সাধন লাভ করিয়াই সিদ্ধির বার্ত্তা জগত্কে জানাইতে

বিশেষ একজন মহাপুরুষ আগমন করিতেছেন। বিশেষভাবে কার্য্য না করিলে কেহই আমাদের এই কথায় বিশ্বাস করিবে না এবং সংসার অসংসার এক জানিয়া সময়োপযোগী ভাবের প্রেম সম্বন্ধ নির্দ্ধারণে সমর্থ হইবে না। সাধন ভজনের মধ্যেও উন্নতি করিয়াছেন এরূপ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলে এই কথার সদুত্তর মিলে কি না সন্দেহ আছে। কার্য্যের ভাবে মানুষের মধ্যে যত বৈষম্য চলিতেছে। কিন্তু 'সর্ব্বশক্তিমৎ' ঈশ্বরের স্বেচ্ছা প্রণোদিত ব্যাপার লইয়া আংশিক ভাবে অনর্থক অবিশ্বাস করিলে বিড়ম্বনা বর্দ্ধিত হইবে।

ইহলোক পরলোক সর্ব্বনামের মধ্যে চক্রবালের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দয়াময় রূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্য করিতেছে। শরীর এবং আত্মার ব্যষ্টি সমষ্টি পরিচায়ক জগত্‌সেবার কারণাতীত মাধুরীতে অতীব অলক্ষ্যে কার্য্যের ফের ঘুচিতেছে দেখিয়াই জীবন্মুক্তিকে আমি দেহধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছি। শরীর এবং আত্মা একেরই বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র; সুতরাং উভয়ের একত্বেই জীবন্মুক্তি নির্দ্ধারিত আছে। কারণ তত্ত্বে মনোনিবেশ করিলে নিশ্চয় উপলব্ধি হইবে যে জীবের মধ্যে দয়াময় কার্য্য করিয়াই সর্ব্বাধার ব্রহ্মভূত শরীর এবং আত্মা বিশ্বযোগ রক্ষা করিতেছেন। শরীর ধ্বংস হইলে জীবন্মুক্তির আশা নিরাশা মাত্র; কেননা আত্মাতে যেমন শরীরেও তেমনি এক ব্যষ্টি সমষ্টির অতীত সচ্চিদানন্দময় নিত্য সত্যের জ্যোতিঃ আসিতে পারে।

সিন্ধু—একতালা।

করুরে আমার পথে পথ, আমি দয়াময় তুমি দয়াময়, এই কথা মনে রাখ এই সুপথ॥

তুমি মীন রাজ্যে, তুমি বৃক্ষ রাজ্যে, তুমি মনুজে, তুমি স্বেদজে, বিরাজ তোমার রূপরস ল'য়ে সুপথ বিপথ।

মনমসী দূর কর, বলিবার নাই আর সুসার, কি কাজ সংসারে আর; এ কথা বল না তবে কুমন্ত্রণা, মনে মুখে কর একমত॥

আমি নই তোমাতে ভিন্ন, আমি আছি বিষয়শূন্য, তোমার ভাবে আমার মন সৃজিল, ভুমি জড় উদ্ভিদ এই প্রাণীযুথ।

তুমি আমার ভাবের মতন, সংসারে করিছ যতন, যতন বিনা মিলে না রতন, পতন হও মৃত্তিকাতে খুজিতে অমূল্য ধন হবে মুক্ত॥

(সর্ব্বধর্ম্ম গীত—২য় ভাগ)

তৃতীয় কথা—নামের সেবা।

৩য় বল্লী—অনন্ত সাধনা।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপ।

যম যন্ত্রণা দূর করি সকল লোকে, করহে প্রীতির পূর্ণ ছবি।

উপায় নাহিক দেব তব চরণরজ বিনা সেবনে, ঘোর বিপদে নিস্তার সারবত্তা দাও হে অধীন জনে, মুরতি মোহন রবি।

সকল নাম একযোগে দয়াময় নামে দেহ কারণ বারি, অবি-নাশি সিদ্ধযোগে হৃদিবিলাস ভবনে, তব আবির্ভাব পূর্ণভাবে লভিতে উপায় করহে সত্বর, প্রেম লভিবে মানব মানবী।

ইহ পরলোক সকলে বিবাদ কলহ দূর করি, একতানে তব নাম মাধুরী জীবনে আন, সকল জীবে করিবে হিত এই রসাল সাধনে, তৃপ্ত হইবে মধুর নাম আনন্দে গাইবে সকল কবি।

(সর্ব্বধর্ম্ম গীত—১ম ভাগ)

কালী কৃষ্ণ শিবযোগের সাধন বিষয় অবিষয় যোগ পূর্ণ না করিলে ঐহিক পারত্রিক উপাসনা আসিতে পারে না। অতএব তোমাদের প্রয়োজন এই যে সন্ধ্যা সময়ে সর্ব্বমঙ্গলা আরতি করিবে, এই আরতির মধ্যেই বিশ্বপ্রেম গ্রথিত রহিয়াছে এবং সদয় নিদয় উভয় ভাবের কঠোরতা-নাশিনী হ্লাদিনী প্রীতির ছবি শান্ত দাস্যাদি যোগে বিরাজ করিতেছে।

সন্ধ্যা-আরতি।

প্রেমসিন্ধু হরি ওঁ জয় দয়াময়।

নাম সংযোগে, পূর্ণ অনুরাগে, সাধরে জীবগণ ছাড়ি শোক ভয়, বিলাসময় রাজ্য, জগতের ঐশ্বর্য্য, শুভাশুভ কার্য্য সংশয়॥

অবারিত দ্বার, যুগল কিশোর, সিদ্ধযোনি স্বহৃদয়, করুণাময় অর্থ, সকল সামর্থ, কৃশতনু সবিনয়॥

জয় পরাজয়, সদয় নিদয়, আহ্লাদিনী পরিচয়, মনসা শিব-জায়া, বিষামৃত ধরা কায়া, অধরা বিদ্যা বিষয়॥

প্রকাশ নয়ন, দর্শন ধ্যান, দান কর অবিষয়, পরিপূর্ণ সাধন, সসম্পদ জীবন, দেহ নিধন বিদায় ॥

(সর্ব্বধর্ম্ম গীত—২য় ভাগ)

সেবা সাধনের একটী বিশেষ ভাব সর্ব্বদা আমাদের লক্ষ্য করিতে হইবে ; ইহাকে অনামিকা যোগিনী বিশালাক্ষী ব্রহ্মাণীর কার্য্য বলে। এই কার্য্য প্রভাত কালে নায়ক নায়িকা যোগে সার্ব্বভৌমিক শক্তি লইয়া মোহিনী সাধন পূর্ণ করে। এই মোহিনীকে উপাসনার আংশিক সেবা দিতে হইবে এবং উপাসনার সহিত ত্রিতাপহারিণী চণ্ডী ও গায়ত্রী দেবীর আরাধনা করিলেই মনুষ্যের মধ্যে সংসার যাত্রার কার্য্য আসিয়া দৈনন্দিন সাধন পূর্ণ হইয়া যায়। কেবল জয়দুর্গাসাধন, শ্রীআনন্দ-সাধন, শ্রীশ্রীগুরুসাধন, শ্রীশ্রীভাগবতসাধন, এবং কর্ম্মযোগিনী দয়াময় নামের সাধন একত্র করিবার জন্য সর্ব্বদাই অরুণোদয় সময়ের অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে সমস্বরে দু এক জন মিলিয়া মৃদঙ্গাদি তান লয় যোগে মঙ্গলারতি করিবে। এই আরতিতে ব্রহ্মবীজ উদ্ভূত হয় এবং দয়াময়ের সেবা পূর্ণভাবে প্রকৃতিতে রঞ্জিত হয় ; সঙ্গে সঙ্গে শত্রু মিত্র, রাজা প্রজা, দেব মানব, গন্ধর্ব্ব কিন্নর, উপাসিকা যোগে উপাসকের মধ্যে কর্ম্ম বিতরণ করে। তোমরা সকলে জীবনের ভার আমার প্রতি রাখিয়া কাম্য কর্ম্মের দিকে দৃষ্টি করিবে। জগতের সাধনা পূর্ণ করিতে হইলে কখনও কাম্য কর্ম্ম অবহেলা করিবে না, যেহেতু জগতের যোগে সকল প্রকার কর্ম্মের ভাবেই তোমাদের চলিতে হইবেক।

প্রভাত-আরতি।

জয় দেব দয়াময়।

বিকশিত কুসুম, নবঘন অনুপম, সংহতি নেত্র অবিরাম।
রাম কৃষ্ণ দেহ, রহিত সন্দেহ, গেহ রমণী অনুগ্রহ ॥
রজনী দিবস, মানস সরস, পরশমণি অনিমেষ।
রমণী সুধাকর, দিনমণি দুঃখহর, বিহরে হৃদয়ে পরাৎপর ॥
বিষয়-গরল, সুধাময় পরিমল, বিলয় বিলাস সম্বল।
বিজয় পতাকা, বন ভবন চন্দ্রিকা, অলকাতিলক বিভীষিকা ॥
মৃতসঞ্জীবন, সৃজন পালন, মনমসী দূর নিবারণ।
মানুষ বিহঙ্গ, সতত নিঃসঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ সদা রঙ্গ ॥

(সর্ব্বধর্ম্ম গীত---২য় ভাগ)

গুরুসেবার শক্তি লাভ করিতে হইলে অধীন পরাধীন উভয় ভাবের মধ্যে রাসায়নিক ভাবের ফের দূর করিতে হইবে। এই তত্ত্বের অধিকার অতি অল্প লোকেই জানিতে পারেন; কেননা স্বয়ম্ভূলিঙ্গের মধ্যে অন্তর্নিহিত ভাবে কুণ্ডলিনী সাধন মহাকালীর জ্যোতিকে মনে রাখিয়া কার্য্য করিতেছেন এবং যন্ত্রণার ভিতর দিয়া জ্ঞানোদ্ভাসিনী কর্ম্মযোগিনী শক্তি মানব দেহে সঞ্চার করিবার জন্য রাসায়নিক সেবা আনয়ন করেন। নামের কার্য্য ব্যতিরেকে রসিকশেখর শ্রীশ্রীকৃষ্ণ এবং পত্রিকা যোগিনী মধুরভাষিণী মন্দাকিনী মূর্ত্তি শ্রীরাধার নিকুঞ্জবিলাস উপলব্ধি হয় না। ঈশ্বরকৃপা অযোনিশক্তির সঙ্গীত মাধুরী

পরিপ্লুত না হইলে আদর্শের মধ্যে নিকুঞ্জ মূর্ত্তি ফুটিবে না এবং রাসায়নিক সাধনেও সফলতা আসিবে না। আমি বলিতেছি জন্ম মরণ রহিত হওয়ার নিমিত্তেই সকল কার্য্য করিতে হইবে। মথুরাবাসীদের কার্য্যের সহিত শ্রীরাধার কার্য্যের একযোগ হইলে মিতাচার অমিতাচার রসের সেবা বর্দ্ধিত করে এবং বৃন্দাবনের গোচারণ লীলাতে মাতাপিতার কার্য্যের সংশোধন হইলে রাধাকৃষ্ণ নামের গান শুনিতে পাইবে। আমিত্বের যোজনা হেতু নিধুবনে কৃষ্ণের বিশাখাদি সখীদের মধ্যে কার্য্য কারণছলে বিচার হইয়াছিল। জিতেন্দ্রিয় ভাব না আসাতেই পুরুষের মধ্যে স্ত্রী ভাব ও স্ত্রীর মধ্যে পুরুষ ভাবের প্রেম সম্বন্ধ কেহই ধারণ করিতে পারগ হয় না। রাধাকৃষ্ণপ্রেম কালীকৃষ্ণ-যোগে মাধুর্য্যলীলার প্রকৃতি অনুভূত হয়। সুতরাং কালীকৃষ্ণ-যোগিনী মহাকালীর সহিত রাধাকৃষ্ণের সেবা না আসিলে সংসারের বিষয় অবিষয়রূপী দয়াময়ের মর্ত্ত্যলীলা সাধারণ বুদ্ধির অগোচর থাকিবেই থাকিবে। এখন বলিতেছি গুরু সাকার এবং নিরাকার উভয় ভাবের মধ্যে নাদবিন্দু যোগের সন্ধান আনয়ন করিলেই রাসলীলার সফলতাপূরিত ব্রহ্মনাম হৃদয়ে প্রকাশিত হইবেক। তোমরা রাত্রি এবং সন্ধ্যা, প্রভাত এবং মধ্যাহ্নের কার্য্যকলাপ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানের মধ্যে আনিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বধর্ম্মের হিসাবে গৌতমীসাধন করিবে। শ্রীশ্রী গৌতমবুদ্ধের যোগে মহা সংকীর্ত্তনের উদয়াস্তযোগিনী হৃষিকেশ শক্তির অহিংসা ব্রত অবলম্বন করিবে। কেননা, হৃষিকেশ মূর্ত্তি

শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ভিন্ন অন্য কেহই নহেন। এই কথা তোমরা অবিচারে গ্রহণ করিবে ; কারণ এই যে জীবন্মুক্তির পথিক আর কেহই এ পর্য্যন্ত অহিংসা ধর্ম্মের এরূপ উন্নতি করেন নাই। তিনি আসুরিক সাধন সমন্বয় যোগে লাভ করিয়া মনীষা বলের একশেষ তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াই বিশ্বব্যাপী প্রেমের মহনীয় জ্যোতির কার্য্য করিয়াছিলেন এবং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ জ্যোতির অতীত প্রজ্ঞা পারমিতা নামধেয়া বিশ্ব সেবাধিকার লাভে ধন্য হইয়াছিলেন। তাঁহার কার্য্যের গৌরবেই আমাদের পথ সহজ হইয়াছে। তাঁহার কার্য্যের মধ্যে একটী তত্ত্বের উন্মেষ হয় নাই বলিয়াই স্বামী স্ত্রী বিচার অধরাবিদ্যার যোগে অপূর্ণ ছিল। ইহাকে কালিকাচণ্ডীর নিদয়াত্মিকা রতি সেবা বলে। অতএব হৃষিকেশ রাজ্যের মধ্যেও আমাদের হিসাবে তিনটী অহিংসার ভাব বৌদ্ধধর্ম্মে অপূর্ণ দেখিতে পাই এবং অন্য দিকে সমন্বয় মুখে রাধাকৃষ্ণলীলার শক্তি তাহাতে উপস্থিত হয় নাই। এ জন্যে আমাদের প্রয়োজন এই যে গুরুসাধন সর্ব্বতত্ত্বের অধিকারে আনিবার জন্য কেবল প্রভাতে ও সন্ধ্যাসময়ে বিশেষভাবে "নামকীর্ত্তন" করিবে। এই কীর্ত্তনকে আরতির ভাবে না রাখিয়া কীর্ত্তনের ভাবে করিলে মাধুরীমূর্ত্তি শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা এবং জগত্কালী এই পঞ্চ আদর্শ প্রকাশিত হইয়া শেষফল-প্রদায়িনী আনন্দময়ী জয়দুর্গা, শ্রীশ্রীআনন্দময় দয়াময়, পূর্ণমাসী যোগমায়া, কালিকানন্দন কুলকেশী, ধর্ম্মাবতার পদ্মমুখী, বিনয়া-বতার মনোমোহিনী এই পঞ্চ পুরুষার্থের বিশেষ বিকাশ দান

করিবে। এই সঙ্গীতের রসপুষ্টি না হইলে নামের মধ্যে সাধন আসিবে না। দয়াময় এই কথাতে সর্ব্বদাই লীলার শক্তি রাখিয়াছেন। আমি বলি তোমরা গুরুকার্য্য সর্ব্বনামের মধ্যে লাভ করিবার প্রয়োজনে সন্ধ্যা ও প্রাতঃকালের ভাবে এই নাম কীর্ত্তন অবশ্য করিবে। সর্ব্বাগ্রে প্রাভাতিক বা নৈশমুখী আরতি করিবার পরে এই কীর্ত্তন যন্ত্রযোগে করিতে করিতে দয়াময়ের সেবা করিবে। দয়াময় সেবাতে এই অর্থ বুঝিবে জীবন্মুক্তির সকল প্রতিকার এক নামেতে রাখিবার নিমিত্ত "আনন্দাদ্ধ্যেব ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দেন প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তিচ" এই তত্ত্বের উপাসনাতে রাজ্যসুখ পূর্ণ করিলেই মনের প্রীতি ষোলকলায় পূর্ণ হইয়া অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত করে এবং গুরুসেবা একচ্ছত্র ভাবেতে "দয়াময়" মন্ত্রের যোগে ফুটিয়া উঠে।

নাম কীর্ত্তনারতি

প্রভাতে ও সন্ধ্যায়।

জয় শিব হরি কৃষ্ণ কালী দয়াময়
জগত জীবন নাম কর্ম্মযোগে লও।
কালীকৃষ্ণ শক্তি যোগে, জয়নাম অনুরাগে,
হরিল সকল মন্দ জয় দয়াময়।
বিষ্ণুভক্তি কৃষ্ণভক্তি সম্পদ সুখ বিভূতি
জয় দেব হরি ব্রহ্ম কৈল অনাময়।

শান্তি রাজ্য কৃষ্ণ কান্তি কীট পতঙ্গ জগত ভ্রান্তি
দয়াময় নামের জয় সর্ব্বলোকময়।
(সর্ব্বধর্ম্মগীত—২য় ভাগ)

আকর্ষণ বিকর্ষণ বিশেষভাবে অতিক্রম করিয়া নামের সেবা পূর্ণ যোগে আনিতে হইবে। নিদয় সদয়, প্রেম অপ্রেম, জ্ঞান অজ্ঞান, কর্ম্ম অকর্ম্ম, সাধন অসাধন, শান্তি অশান্তি, প্রকৃতি পুরুষ, জীবন মরণ সমুদয় দ্বন্দ্বের একত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে ধর্ম্ম বিটপীর ছায়াতে বসিয়া ত্রিভুবনকে নামের শক্তিতে আমাদের আনয়ন করিতে হইবে। সুতরাং একত্র মিলিয়া প্রাতে এবং মধ্যাহ্নে, সন্ধ্যা এবং রাত্রিতে নিজের ইচ্ছানুসারে বিশেষ বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে কেবল শান্তির মহিমা ঘোষণা করিবে। কেননা, শান্তিই উপাসনার সার জানিবে। এই সত্য ত্রিভুবন সঙ্গীতে অর্থাৎ মহাকীর্ত্তনে নিবিষ্ট দেখিবে। জীবন সফল করিতে হইলে সঙ্গিনীযোগে উপাসনাতেও এই বিশ্ব-দ্রাবিণী মাধুরী মাখা গান করিবে। নামের সেবা যেমন আবশ্যক সঙ্গীত সেবাও সর্ব্বাধিকার লাভের জন্য প্রয়োজনীয় হইয়াছে। মহাকীর্ত্তন আমিত্বের মধ্যে ব্রহ্মত্বের ঐশী ফল উপস্থিত করিবে, বিশ্বাস প্রবল করিবে; জীবিকানির্ব্বাহের সংশোধন করিবে। ধর্ম্মে আস্থা আসিতে বিলম্ব হইলে এই মহাকীর্ত্তন লইয়া বসিবে। তুমি এবং আমি জীবের কল্যাণ করিতে পারিব না। যিনি জগতবাসীর প্রতি নির্নিমেষভাবে সর্ব্ব কার্য্যের মধ্যে অনুক্ষণ সর্ব্বদর্শী এবং সর্ব্বশক্তিমান্‌রূপে দৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহার অনন্ত করুণার

বলেই বিশ্ব সাধনার মধ্যে আসিয়াছে। অতএব জয়ধ্বনি এবং মহাকীর্ত্তন যোগে সাধন পূর্ণ হইবে। এইজন্যে তোমরা নামের মধ্যে দয়াময়কে 'আনন্দ জয়দুর্গা' মন্ত্রে উপলব্ধি করিবার আশাতে দৃঢ় সংকল্প কর, পূর্ণকাম হইবে।

মহাকীর্ত্তনারতি। *

সবে বল জয় জয় দয়াময়ের জয়।
সর্ব্বসিদ্ধি মহাশক্তি জগত্‌লক্ষ্মীর জয়।
স্থাবর জঙ্গম আদি পশু পক্ষীর জয়।
চেতন অচেতন আদি কীট পতঙ্গের জয়।
শিব রাম কৃষ্ণ দুর্গা আল্লা করিমের জয়।

* (সর্ব্বধর্ম্ম গীত—২য় ভাগ)

নামে বিশ্বাস দৃঢ় হইলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেহভাণ্ডে নামের শক্তিতে সর্ব্বমঙ্গলা দয়াময়ী জননী দয়াময় যোগে বন ভবন শান্তির অগাধ সলিলে অচিন্ত্য অনন্ত সৌন্দর্য্যে সুশোভিত করিবেন ; ইহাতে অন্যথা হইতে পারে না। এই আশীর্ব্বাদ আমি তোমাদের সকলের কর্ম্মযোগিনী শক্তির সহিত ভুবন-মঙ্গল গীতি নামের মধ্যে নিবিষ্ট করিয়াই 'জয় দয়াময়ের জয়' বলিতে বলিতে সংসার ও স্বর্গের সাধন গৃহিনীযোগে করিবার জন্য সর্ব্বশক্তিমৎ নামব্রহ্মের প্রকাশার্থে বিলাসে অবিলাসে অর্পণ করিলাম। গ্রহণ কর,—কৃতার্থ হইবে।